বিনিময়।

(নাটক)

(মহাকবি সেক্সপীয়রের
MEASURE FOR MEASURE
নামক নাটকের গল্পাংশের ছায়া অবলম্বনে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়
প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীবিনোদবিহারী বিশ্বাস
চিথলিয়া—নদিয়া।

কলিকাতা,
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল।

মূল্য ।৶৹ দশ আনা মাত্র।




উপহার।

কৈশোরের উদ্দাম-কল্পনার ক্ষণ-তৃপ্তি-ক্ষেত্র

নাট্য-মঞ্চে

যাঁহাদের সহিত প্রথম

অভিনয়ানন্দ

উপভোগ করিয়াছিলাম

সেই

আমার চির আদরের

পোতাজিয়া

বিধুরঞ্জন-নাট্য-সমাজস্থ

সুহৃদ্বর্গের

করে

এই ক্ষুদ্র নাটকখানি

ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহের

নিদর্শন স্বরূপ প্রদান করিলাম।




নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মানসেন্দ্র ... ... ত্রিপুরাধিপতি।
সুরথ ... ... ঐ প্রধান মন্ত্রী।
তেজসিংহ ... ... ঐ সেনাপতি।
কর্ণসিংহ ... ... জনৈক সেনানী।
মহাবীর ... ... অনুচর।

রাজ-পুরোহিত, সচীবগণ, নাগরিকগণ, ঢেড়াদার,
দুত, কারারক্ষী, ঘাতক, প্রহরিগণ,
চারণগণ ইত্যাদি।



স্ত্রী।

মোহিনী ... ... কর্ণসিংহের সহোদরা
করুণা ... ... তেজসিংহের পত্নী।
সরমা ... ... সুরথের কন্যা।

রাজমাতা, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।



সংযোগস্থল—আগরতলা।



দৃশ্য-সংগ্রহ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজ-মন্ত্রণাগৃহ।

মন্ত্রী, তেজসিংহ ও পুরোহিত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজোদ্যান।

মানস, রাজমাতা, মন্ত্রী, পুরো-হিত ও তেজসিংহ।

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্ণসিংহের গৃহ।

মোহিনী ও কর্ণসিংহ।

চতুর্থ দৃশ্য।

তেজসিংহের কক্ষ।

করুণা, তেজসিংহ ও মহাবীর।

—০—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নগরোপকণ্ঠ—নদীতীর।

পরিব্রাজক ও করুণা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

ঢেড়াদার, নাগরিক ও নাগরিকাগণ।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

পরিব্রাজক ও কর্ণসিংহ।

চতুর্থ দৃশ্য।

কর্ণসিংহের গৃহ।

মোহিনী ও পরিব্রাজক।

—০—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তেজসিংহের কক্ষ।

তেজসিংহ, মহাবীর ও মোহিনী।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

কর্ণসিংহ, কারারক্ষী, মোহিনী ও পরিব্রাজক।

তৃতীয় দৃশ্য ।

নগরোপকণ্ঠ—পরিব্রাজকের কুটীর ।

করুণা, পরিব্রাজক ও মোহিনী ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

উদ্যান-বাটী ।

তেজসিংহ ও মহাবীর ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

রাজপথ ।

মহাবীর, পরিব্রাজক ও করুণা ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

কারাগার ।

কর্ণসিংহ, কারারক্ষী, ঘাতক ও পরিব্রাজক ।

—০—

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বনপথ ।

পরিব্রাজক, মোহিনী ও মহাবীর

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

রাজান্তঃপুর—অলিন্দ ।

মন্ত্রী, রাজমাতা, মোহিনী ও দূত ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

পরিব্রাজকের কুটীর ।

করুণা ও মহাবীর ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

মন্ত্রীর অন্তঃপুর ।

সরমা ও মোহিনী ।

—০—

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজ-সভা ।

মন্ত্রী, তেজসিংহ, সচীবগণ, মোহিনী, করুণা, মহাবীর, চারণ-গণ, প্রতিহারিগণ, পরিব্রাজক—মানসেন্দ্র, কর্ণসিংহ, কারারক্ষী, পুরোহিত, সরমা, রাজমাতা ও নর্ত্তকীগণ ।

—০—



বিনিময়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজমন্ত্রণা-গৃহ।

মন্ত্রী ও তেজসিংহ।

রাজ-পুরোহিতের প্রবেশ।

মন্ত্রী ও তেজ।—প্রণমে চরণে দেব কিঙ্কর যুগল!

পুরোহিত।—সকল মঙ্গলময় করুণা-নিধান,
করুন সফল বাঞ্ছা তোমা সবাকার।
মন্ত্রিবর! কেন মোরে স্মরণ ক'রেছ
আজি মন্ত্রণা-ভবনে? যেথা সিংহাসনে
মানসেন্দ্র দয়ালু ভূপাল; বীরশ্রেষ্ঠ
তেজসিংহ সেনাপতি যার, বৃহস্পতি
মন্ত্রী যার সুরথ ধীমান; সে রাজ্যের
মন্ত্রণা আগারে, কি অধিক প্রয়োজন
সাধিবে এ অনাশক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ?

মন্ত্রী।— প’ড়েছি বিপদে দেব, মহারাজ তরে!
রাজকার্য্যে সদা উদাসীন তিনি, তাই
অনাচার অত্যাচার চলি’ছে বাড়িয়া,
শাসন শৃঙ্খলা আর রাখিতে না পারি!

পুরো।— একি কথা বল মন্ত্রিবর! সদাশয়,
উদারচরিত মহারাজ হ’তে ঘটে
রাজ্যে অনাচার?

মন্ত্রী।— সীমার অতীত হ’লে
সকল কার্য্যের শেষ ঘটে অমঙ্গল।
অতি উদারতা নহে রাজার ভূষণ!
ন্যায়ের সম্মান তরে, কর্ত্তব্যে কঠোর
চাই বিচারক-প্রাণ। নহে অহেতুকি
দয়ার প্রশ্রয় পেলে, পাপস্রোত কভু
হয় রোধ? একেত উদাস রাজা, তাহে
অতি দয়াবান, এক ফোটা অশ্রু কিম্বা
মিথ্যা কাতরতা হেরি, অনা’সে করেন
ক্ষমা মহাপাপিগণে। তাই দিন দিন
দুষ্ট দুরাচার সবে শাসন-শৈথিল্য
পে’য়ে হ’তেছে প্রবল! অশান্তি-অনল
ধিকি ধিকি বাড়িতেছে চারিদিকে! শুধু
উদারতা হেরি নৃপতির, ক্ষমিতেছে
প্রজাগণ। কিন্তু বল, কতদিন সবে
অসঙ্গত অত্যাচার নীরবে তাহারা?
ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল মোরা। কহ

কুলদেব! কিরূপে এ উদাস পরাণ
কর্ত্তব্যে কঠোর হবে? কি উপায়ে ন্যায়—
নীতি দৃঢ়তার সনে পালিত হইয়া
সুখ শান্তি বিরাজিত হইবে রাজ্যেতে।
এই বিবেচনা তরে স্মরিয়াছি তোমা,
করিয়াছি তব শুভ কর্ত্তব্যে ব্যাঘাত।

পুরো।— অনূঢ় যুবক রাজা! বালোচিত দয়া
মায়া, অত বেশী স্নেহ সরলতা, তাই,
তাঁর হৃদয়ের মাঝে র'য়েছে প্রবল।
পুরুষ অর্দ্ধেক প্রকৃতি আধেক তার,
উভয়ে মিলিলে হয় পূর্ণতা সাধন।
এই পূর্ণতার সম্পাদন, সংসারের
প্রথম সোপান! হৃদয়ের পরিণতি,
জ্ঞানের বিকাশ, কর্ত্তব্যের প্রগাঢ়তা,
বিধান পালন, শিক্ষা হয় স্ত্রীপুরুষে
মিলন হইলে। অপূর্ণ হৃদয় যা'র,
পূর্ণতার আশা কেন কর তার কাছে?
পূর্ণ মূর্ত্তি সিংহাসনে করহ স্থাপন,
তার পর অচিরে দেখিবে, সংসারের
ঘাতপ্রতিঘাতে, উদারতা দয়ারসে
প্রবল প্রবাহ, কর্ত্তব্যে আবদ্ধ হ'য়ে
রহিবে ফল্গুর মত অন্তর-সলিলা;
বাহিরিবে শুধু শ্রান্ত তৃষাতুর তরে!

তেজ।— বৃথা সে প্রয়াস দেব! পরিণয় তরে,

মহারাজে করিয়াছি বহু অনুরোধ।
জান দেব! দাসে শুধু কিঙ্কর না ভাবি,
বন্ধু-চক্ষে নেহারে ভূপতি। কতদিন,
কত ছলে বুঝিয়াছি অন্তর তাঁহার;
কত প্রেম-গাথা শুনায়েছি তাঁরে, কিন্তু
বিফল সকলি। অত যে কোমল প্রাণ,
শিথিল হয়নি কভু প্রেমের আখ্যানে।

পুরো।— অই কঠোরতা, প্রয়োজন হ'লে হবে
সমানে বিস্তার, পরিণীত হ'লে রাজা।
যতক্ষণ পদ্ম-পত্রে রহে বারিকণা
কেমনে বুঝিবে সেই, জলধির মাঝে
আছে কোথা মহাশক্তি, কোথা হ'তে আসে
স্রোত-ধারা! বিন্দুরূপে ভিন্ন সে তখন।
কিন্তু যবে পরিণয় রূপ বাত্যাঘাতে,
ঝরিয়া মিশিবে এই সংসার-সাগরে,
অব্যর্থ সে স্রোত-ধারা বহাইবে তারে,
অজ্ঞাত সে মহাসিন্ধু খুজিবার ছলে,
সম-প্রাকৃতিক সহ। এবে চল যাই
রাজমাতা-পাশে, আমাদের অনুরোধ,
অবশ্যই শ্রেয় বলি বুঝিবেন তিনি।

মন্ত্রী।— যাহা হয় যুক্তি স্থির ত্বরা কর দেব!
রাজার না ঔদাস্য ঘুচিলে, অমঙ্গল
ঘটিবে নিশ্চয়।

তেজ।— সন্দেহ নাহিক তা'র।

পুরো।— অবশ্য মঙ্গলময় করিবে মঙ্গল,
চিন্তা দূর কর মন্ত্রিবর! এস তবে।

সকলের প্রস্থান।

—o—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজোদ্যান।

মানস।

মানস।— স্নিগ্ধ সান্ধ্য-সমীরণ মধুগন্ধ-বাহী,
ধীরি ধীরি স্পর্শে যবে ললাটে আসিয়া,
মনে হয় বিধাতার স্নেহমাখা কর
সুন্যস্ত করি'ছে যেন অলক আমার।
জগতের প্রতি কার্য্যে প্রতি রেণু মাঝে,
হেরি সে বিমল মহা প্রেমের বিকাশ।
যেন জলদ নিস্বনে, বারি বরিষণে,
প্রীতি উদ্ভাসিত ফুল্ল চন্দ্রমা-কিরণে
বিহগ ঝঙ্কারে কিম্বা তটিনীর তানে,
তাঁহারি প্রেমের সুর ধীরে গেয়ে যায়।
পান্থের আবাস ধরা। দুদিনের তরে
আসিয়াছি হেথা। তবে কেন সারশূন্য
স্বার্থে মজি', কলুষিত করে নর, ক্ষুদ্র
হৃদি খানি, ভারবাহী গর্দ্দভের মত,
সর্ব্বথা সাফল্যহীন অসার কলহে।

পৃথিবীতে পাপস্রোত বহে অনিবার!
তবু কহে সবে দয়ার আধিক্য তরে,
আমারি রাজ্যেতে শুধু হতেছে প্রবল।
সাধ হয় দেখিবারে,—কোথা আছে শুধু
ভগবৎ-প্রেমের প্রবাহ!

রাজ-মাতার প্রবেশ।

রাজমাতা।— মানসেন্দ্র!
নির্জ্জন উদ্যানে বসি, উদাস নয়নে,
কল্পনায় আত্মহারা হ'য়ে, আছ কোন
অলীক চিন্তায় মগ্ন? অসংখ্য প্রজার
জীবন, মরণ, সুখ, শান্তির প্রতিভূ
যেই জন, তাহারে কি শোভা পায় কভু
সংসার সংশ্রবহীন সন্ন্যাসীর মত
সদা উদাসীন ভাব? কর্ত্তব্যে আবদ্ধ
তুমি, বহুকার্য্যভার লইয়াছ শিরে,
রাজদণ্ড করিয়ে ধারণ। জে'ন বাছা!
কর্ম্মভার সাধিবারে এসেছ ধরায়,
কর্ম্মে তুষ্ট ভগবান্। কর্ম্মহীন হ'লে,
সক্ষম না হবে কভু কৃপালাভে তাঁর!

মানস।— অসমাপ্ত কোন্ কার্য্য রয়েছে জননী?
সারাদিন রাজকার্য্যে করিয়ে যাপন,
ক্ষণেক বিশ্রাম তরে সুশীতল ছায়ে,
এসেছি উদ্যানে মাতঃ! অজ্ঞাত কর্ত্তব্যে

যদি করে থাকি হেলা, আদেশ দাসেরে,—
অবিলম্বে করিব সাধন।

রাজমাতা।— শুন বাছা!
'কর্ত্তব্যের অকরণ,—অকর্ত্তব্য ক্রিয়া—'
পাপের নিদান বলি' গণ্য সদা কালে।
পুরাকাল হ'তে যেই বিবিধ বিধান,
সাধিতেছে মানবের অশেষ মঙ্গল;
তাহার প্রয়োগ কালে শিথিলতা করা,
প্রকারে কুঠারাঘাত সমাজের মূলে,
জে'ন স্থির, মহাপাপ রাজার কর্ত্তব্যে।
রাজশক্তি নহে বাছা নিজস্ব কখন;
দেশবাসী প্রজাদের সম্মিলিত বল,
রয়েছে অর্পিত শুধু তোমার করেতে।
সে শক্তি চালনে—নাহি অধিকার তব,
স্বেচ্ছাচারে প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন।
যদিও পেয়েছ তুমি সেই শক্তি হ'তে,—
দয়া ক্ষমা অধিকার, কিন্তু আছে তাহা
যোগ্যের কারণ। অতি দয়া—অতি ক্ষমা,
পাত্রাপাত্র-অবিভেদ নিজস্ব তোমার।
স্বাতন্ত্র্য-প্রধান-জন পারে কি কখন,
সম্মিলিত কার্য্যভার করিতে বহন?

মানস।— মাগো! তোমার ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ
বহুদিন করেছি শ্রবণ। কতদিন
ভাবিয়াছি মনে, কর্ত্তব্যে কঠোর হব।

কিন্তু, যবে দীন-নেত্রে দেখি বারিধারা,
শুনি যবে কাতর ক্রন্দন, মনে হয়,—
মানব হইয়ে মানবে কাঁদাব কেন!
ভুলি তাই কর্ত্তব্য আমার। বিশেষতঃ,
এতদিন যেই রূপে শাসিয়াছি দেশ,
সহসা বিরুদ্ধে তার কেমনে চলিব?
তাই, বহুচিন্তা করি ক'রেছি মনন,
কিছুদিন রাজ্যভার অর্পি মন্ত্রিগণে,
দেশ দেশান্তরে মাতা, করিব ভ্রমণ।
বহু দরশন বিনা, নন্দনে তোমার
লুপ্ত শক্তি ফিরিবেনা কভু।

রাজমাতা।— ছি, বৎস!
বালকের চপলতা সাজেনা যুবকে।
বালোচিত এ বাসনা করহ বর্জ্জন।
আসিয়াছে পুরোহিত মন্ত্রিগণ সহ
তব শুভ-পরিণয় প্রস্তাবের তরে।
আমিও সঙ্গত তাহা বুঝিয়াছি মনে।
বিবাহিত হ'লে, ফিরিয়া জীবন-স্রোত,—
ভাতিবে নয়নে তব নূতন জগৎ।
বৃদ্ধার (ও) কামনা আছে বহুদিন হ'তে,
হেরিবারে পুত্রবধূ আর চুমিবারে
পৌত্রের বদন। সুখ সাধ অবসান
না করি মোদের, সম্মতি প্রদান তুমি।
যথাযোগ্য আয়োজনে ব্রতী হই সবে।

মন্ত্রী, পুরোহিত ও তেজসিংহের প্রবেশ।

কহ মহাশয়গণ! বিবাহ সঙ্গত
কিনা মানসের এবে?

মন্ত্রী।— সঙ্গত।

পুরোহিত।— রাজন্!
শুনিয়াছ জননীর মুখে, মনোগত
বাসনা মোদের। যত দিন যুগলে না
মিলিত হইবে, ততদিন শক্তিহীন
তুমি। বিশেষতঃ বৃদ্ধা মাতা, আশা তা'র
পূরাণ উচিত। জীবন অস্থির সদা,
ভাল মন্দ বলা নাহি যায়।

মানস।— পরিণয়ে
অসম্মত নহি। কিন্তু দেব! বিষময়
রমণী-সমাজ, ভয়—পাছে জীবনের
চির শান্তি ফুরাইয়া যায়। সে যা হ'ক,
আপাততঃ বাঞ্ছা মোর দেশ পর্য্যটনে,
করিবারে জ্ঞানের স্ফুরণ। ইথে যদি
অনুমতি দানেন জননী, সহৃদয়
হিতাকাঙ্ক্ষী সবে, তবেই লভিব শান্তি;
সব কাজ হইবে সুগম। নহে এই
পুত্তলিকা মত মোর দেহ মাত্র লয়ে,
করুন অভীষ্টপূর্ণ কামনার মত।
আমার আমিত্ব কিছু রহিবে না তায়।

পুরো।— (জনান্তিকে রাজমাতার প্রতি)
প্রবৃত্তির অনুকূলে মত দিলে পরে,
হ'তে পারে ইষ্টসমাধান!

রাজমাতা।— ভাল, ক্ষতি
কিবা তায়! বাছা এত যদি সাধ তোর
দেশপর্য্যটনে, বাধা কেন দিব মোরা?
তাহে জ্ঞান উপার্জ্জন তরে, যাচিতেছ
অনুমতি তুমি। রাজ্যভার যোগ্যজনে
সমর্পণ করি, যেতে পার কিছুদিন
তরে। কিন্তু নয়নের মণি তুই মোর,
একদিন অদর্শনে হইব কাতর,
স্মরণে রাখিয়া তাহা করিস ভ্রমণ!

মানস।— বৃথা চিন্তা ক'র না জননি! মরতের
উপাসিতা দেবী তুমি মোর, সাধ্য নাই
বহুদিন রহিতে মা চরণ ছাড়িয়া।
মন্ত্রিবর! প্রতিনিধি যোগ্যজন কেবা?

মন্ত্রী।— মহারাজ! বীরত্বে অতুল, ন্যায়নিষ্ঠ
তেজসিংহ বিনা, যোগ্য কেবা তব ভার
করিতে বহন?

পুরো।— অতি যোগ্য তেজসিংহ
নাহিক সন্দেহ।

মানস। মোর (ও) মনঃপূত সেই।
কালি হ'তে তেজসিংহ রাজপ্রতিনিধি,

আমার সম্পূর্ণ ভার অর্পিণু তাহায়।
মন্ত্রিবর! মোর মত আদেশ তাহার
পালিবেন সযতনে সদা। ন্যায়পথে
রাখিবেন যথা সাধ্য সুযুক্তি প্রদানে।
তেজসিংহ! বহুদিন নিন্দিয়াছ তুমি
কর্ত্তব্যে শিথিল বলি' মোরে, এইবার
বুঝিব তোমায়! চিরপ্রচলিত প্রথা
অনুসারে, রাজকার্য্য কর সম্পাদন।
দৃঢ় মন থাকে যেন, দুষ্টের দমনে
আর শিষ্টের পালনে। যেন ভুলোনাক
কাতরতা হেরি অপরাধী-মুখে, কিম্বা
কামিনীর অশ্রুসিক্ত-নয়ন-কমলে।
(জনান্তিকে) আর(ও) ভয় করি সেই ইন্দুবিম্বাধরে,-
সদা রাহু বসে যথা, দেখ যেন গ্রাস
নাহি করে, সুনির্ম্মল জোছনার মত,
দিগন্তর উদ্ভাসিত গুণাবলী তব!
অন্য সব প্রয়োজন মীমাংসা করিব,
মন্ত্রিগণ সনে বসি মন্ত্রণা-আগারে।
চল যাই আয়োজন সম্পন্ন করিতে।

রাজমাতা।—কিন্তু যদি তেজসিংহ অনিষ্ট ঘটায়
কিছু, কিম্বা করে অনাচার আয়োজন?

মানস।— মন্ত্রিসভা শাসিবে তাহায়! নাহি ভয়,
তেজসিংহ সোদরপ্রতিম মোর। এস
সবে! আশীর্ব্বাদ কর মাতা!

রাজমাতা।— শান্তি লভ
অশান্ত পরাণে!

(মন্ত্রী, মানস ও তেজসিংহের প্রস্থান।)

(পুরোহিতের প্রতি) অঘটন ঘটে যদি?

পুরো।— ভয় নাই মাতা! বুদ্ধিমান মহারাজ,
সবদিকে দৃষ্টি রাখি ব্যবস্থা করিবে।
বহু বিজ্ঞজনে পূর্ণ মন্ত্রিসভা তাঁর,
রাজভক্ত প্রজাগণ, কর্ম্মচারী সবে,
অনিষ্টের সম্ভাবনা নাহি কোন দিকে।

উভয়ের প্রস্থান।

—o—

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্ণসিংহের গৃহ।

মোহিনী।

গীত।

মিটি মিটি মিঠি মিঠি হাসি'ছে তারা,
বরষিছে চন্দ্রমা সুধার ধারা।
গাহি'ছে পিককুল, আকুল অলিকুল,
ছুলি'ছে ফুলকুল মাধুরী ভরা।
ঝিমি ঝিমি ঝঙ্কারে গম্ভীরা যামিনী,
পরম ধ্যানে মজি' নীরব ধরা।
এ মহা প্রেম ছবি, হেরিয়ে প্রাণ কেন,
আবেশে হয় সদা আপন হারা।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ।— প্রতি পদে বাধা এ সংসারে! কে,—মোহিনী?
গভীরা যামিনী এখন (ও) রয়েছ বসি!
ব'লেছিত, সুকঠিন সৈনিক জীবনে,
নিরূপিত নাহি কিছু বিশ্রামের কাল।
কেন মোর পথ চাহি রহ প্রতিদিন?

মোহিনী।—দাদা! স্বর্গগতা জননীর, স্নেহময়
জনকের কথা যেন স্বপনের প্রায়
জাগে কোন বিস্মৃতির আঁধার আকাশে,
দূর-লুপ্ত প্রভাতী তারার মত। আমি
বাল্য হ'তে চিরদিন সঙ্গিনী তোমার।
এক পল তোমা ছাড়া হ'লে, দূরে যেত
জগত সংসার মোর নয়ন হইতে।
কিন্তু কালের কঠোর তাপে, দারিদ্র্যের
ভীষণ পীড়নে, যদবধি রাজকার্য্যে
প্রবৃত্ত হ'য়েছ, শিখিয়াছি দূরে রহি
তোমা হ'তে বিষাদে যাপিতে সারাদিন।
দিনান্তে শুনিতে দুটি স্নেহময় বাণী,
পরাণের ব্যাকুলতা কত খানি হয়,
বুঝ নাকি আপনার অন্তর হইতে?
তবে বোধ হয় যেন,—কোন গোপনীয়
প্রবল বাসনা, জাগিতেছে অহরহ
হৃদয়ে তোমার। নহে কভু মোহিনীরে

শুধা'তে না,—প্রতীক্ষায় রহিয়াছ, কেন ?
অসংলগ্ন প্রশ্ন উঠে বিস্মৃতি হইতে।

কর্ণ।— মোহিনী—বোন! তোর স্মৃতি, তোর ঐ স্নেহ-
মাখা মুখ ভুলিব যে দিন, সে দিন যে
শেষ দিন মোর। পাছে বা ব্যাধিতে ক্লিষ্ট
করে তোর কোমল শরীর, তাই কহি
যথাকালে বিশ্রামের তরে। অভিমানে
বাজে যদি, আর না বলিব কোন দিন।

মোহিনী।—দাদা! নহে অভিমান শুধু! সত্য কথা,
চিন্তার কালিমা রেখা প'ড়েছে ললাটে।
এত কি গোপন কথা বলনা আমায় ?

কর্ণ।— পুরুষের চিন্তাব্যাধি আছে চিরদিন,
শুনিয়া কি হবে ?

মোহিনী।— বিশ্বাস করনা বুঝি ?

কর্ণ।— কি বিপদ্! অবিশ্বাস বুঝিলি কিরূপে ?

মোহিনী।—(নীরব)

কর্ণ।— না শুনিলে নয় ?

মোহিনী।—(নীরব)

কর্ণ।— সাধ পূর্ণ কর তবে!
মন্ত্রিকন্যা সরমার সনে—ভালবাসা
বিনিময়ে প'ড়েছি বিপদে। জানি দোঁহে
অসম্ভব মিলন মোদের, তবু প্রাণ
বুঝিয়া না বুঝে। হায় প্রেম—যুবকের
শান্তি নাশ তরে শুধু সৃজন তোমার!

মোহিনী।—এই কথা ?

কর্ণ।— কথা এই, ব্যথা বহু !

মোহিনী।— কেন,

মন্ত্রীরে জানাও তুমি পরিণয় তরে !
কুলে শীলে হীন নও মন্ত্রিবর হ'তে,
সাদরে বাসনা তব পূরাবেন তিনি।

কর্ণ।— কুলশীল পৃথিবীতে অর্থের প্রতিভা
মাত্র। জে'ন বোন ! ছিল বটে একদিন,
যাহে মন্ত্রী কেন, আপনি রাজন্ (ও) বুঝি—
আনন্দে সম্মত হ'ত রাজকন্যা দানে।
সে সূর্য্য গিয়াছে ডুবি অনন্ত আঁধারে।
এবে সামান্য সেনানী আমি, সম্মানীয়
নাম পদহীন দরিদ্র যুবক, চেনে
কে আমায় ?

মোহিনী।— তবে চেষ্টা কর বিধিমতে
পূর্ব্বের গৌরব লাভ করিবার তরে।
পুরুষের ভাগ্য নহে অদৃষ্টে গণন,
যত্নেতে সম্ভব সব। পরে যোগ্য হ'য়ে,
যাচিও মন্ত্রীর কাছে দুহিতা তাঁহার।

কর্ণ।— বিঘ্ন না ঘটিলে সম্ভব হইত বটে।

মোহিনী।—বিঘ্ন কি-বা ইথে ?

কর্ণ।— শুনিতেছি সেনাপতি
তেজ সিংহ, এবে যিনি রাজপ্রতিনিধি ;

পাণি-প্রার্থী সরমার হইয়াছে নিজে।
হেন যোগ্য জনে তেয়াগিয়া—দীন হীন
সৈনিকের করে, কোন পিতা অর্পে কন্যা ?
ভালবাসা ?—সেত বাল-চপলতা মাত্র
বৃদ্ধদের বোধে।

মোহিনী।— সেনাপতি তেজসিংহ ?
শুনিয়াছি পরিণীত তিনি !

কর্ণ।— পূর্ব্বপত্নী
পরিত্যক্তা এবে !

মোহিনী।— কেন ?

কর্ণ।— সাধারণে জ্ঞাত
নহে কথা। তবে শুনিয়াছি যেন—কুল-
কলাঙ্কনী ছিল সেই। সত্য মিথ্যা জানে
ভগবান্।

মোহিনী।— তবেত সঙ্কট বটে ! ভাল,
সরমা বলে না কেন পিতারে তাহার !
হয়ত তা হ'লে—কন্যার হৃদয় বুঝি,
মন্ত্রিবর ইচ্ছা তব পূরাইতে পারে।

কর্ণ।— পাগলিনী ! গুরুজনে প্রণয়কাহিনী
জানাতে কি পারে কেহ ? তবে শুন ভগ্নি !
যতই কঠিন আর বিপদ সঙ্কুল
হ'ক না এ মিলন মোদের, সাধিতেই
হবে তাহা ! পারিব না জীবনের সুখ-
সাধ করিতে বর্জ্জন। ভাবিয়াছি মনে,

সঙ্গোপনে দেশত্যাগ করিব দু'জন।
সরমা সম্মতা আছে। শুধু বাধা তুমি ;
পার নাকি কিছু দিন একাকী রহিতে ?

মোহিনী।—ছিছি, এহেন দুষ্কার্য্যে মাতি, সর্ব্বনাশ
ক'রনা মোদের ! ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়
অগ্নি পরশিলে দাহন নিশ্চিত রহে।
ভুলে যাও সরমার কথা, ভাব মনে
মৃতা সেই। একেত প্রবল মন্ত্রী, তাহে
প্রতিদ্বন্দ্বী হবে বীরশ্রেষ্ঠ তেজসিংহ
অসীম ক্ষমতাশালী। সাধ না পূরিবে
তব, শুধু ভস্ম হ'বে রোষ-বহ্নি-মাঝে।

কর্ণ।— ততদূর আশঙ্কার নাহি সম্ভাবনা।
এ ঘটনা নহেক নূতন ! দয়াময়
রাজার কৃপায়, আর(ও) কতজন পূর্ব্বে
পরিত্রাণ পাইয়াছে ইথে। যতদিন
তেজসিংহ রবে দণ্ডধারী, ততদিন
রহিব লুকায়ে। পরে মহারাজ যবে
ফিরিবেন দেশে—আসিয়া চরণে তাঁর
পড়িব লুটায়ে, অকপটে ব্যক্ত করি
সমুদায় কথা। দুরদর্শী মহারাজ,
উভয়ের মন বুঝি অবশ্য করিবে
দয়া। সরমাও যাচিবে মার্জ্জনা তার
পিতার সদনে। কন্যার বৈধব্য কিম্বা
চিরবিরহের বিধি, পারিবে না মন্ত্রী

কভু করিতে সাধন। তেজসিংহ—ন্যায়-
নিষ্ঠ জন, আশা আছে,—সেও সাধিবে না
প্রতিহিংসা অন্যায় রূপেতে।

মোহিনী।— যাই বল,
বিপথে চলিলে ক্লেশ ঘটিবে নিশ্চয়।
পূর্ব্বের দৃষ্টান্ত তোমা রক্ষিতে নারিবে।
অনাচার নিবারণ সংকল্প রাজার,
যার তরে দেশত্যাগ করেছেন তিনি।

কর্ণ।— যাহা হয় যুক্তিমত করা যাবে পরে।
বিশ্রামের প্রয়োজন এবে, যাও তুমি
শয়ন-আগারে।

মোহিনী।— যাই, কিন্তু রেখ মনে
ভগিনীর অনুরোধ; অকার্য্যে সুফল
কভু ফলেনা জগতে!

প্রস্থান।

কর্ণ।— অবোধ বালিকে!
পড়েনি প্রেমের ছায়া হৃদয়ে এখন,
কেমনে বুঝিবে তবে প্রেমিকের মন?
প্রেমের আহ্বানে আর ক্ষুধার তাড়নে,
অসম্ভব কিবা আছে জগত-মাঝারে?

প্রস্থান।

——o——

চতুর্থ-দৃশ্য ।

তেজসিংহের কক্ষ।

করুণা ও তেজসিংহ।

তেজ।— পার না ভুলিতে ?

করুণা।— কেমনে ভুলিব দেব !
তুমি যে সর্ব্বস্ব মোর ইহপরকালে।

তেজ।— স্বার্থ-দ্বারে তুমি কিন্তু অর্গলস্বরূপ !
তোমারে না বিচ্যুত করিলে, সুনিশ্চিত
অপূর্ণ রহিবে ভবে বাসনা আমার।
চিরদিন ছলনায় প্রচ্ছন্ন রহিয়া,
করিয়াছি আরোহণ এ উচ্চ শিখরে ;—
রাজপ্রতিনিধি এবে আমি। যদি মোর
হৃদয়ের স্বার্থময় কুটিলতা রাশি,
কণামাত্র হেরিত জগৎ, চমকিত
হ'ত ভাবি,—কত খল সম্ভবে মানবে !
মানবের অন্তরেতে পশি ; হেরি তার
গুহ্যতম আকাঙ্ক্ষা-আবেগ, মনোমত
করি ব্যবহার। তাই ভাবে সবে—ধীর
স্থির ন্যায়পর সরল সুজন আমি।
কিন্তু আমি কি তাহাই ? জগৎ জানে না !
আমি জানি—কি আমি তা আমারি অজ্ঞাত
জান তুমি হীনবংশজাত আমি, শুধু
স্বর্গগত মহারাজ—জানি না কি হেতু,

সন্তানের তুল্য স্নেহে পালন করিয়া
এই পিতা-মাতাহীন অনাথ বালকে,
অধিষ্ঠিত করেছেন ক্রমে উচ্চপদে।
ছিলাম অজ্ঞাতনামা বালক যখন,
শুধু মহারাজ-স্নেহের সুবিধা বলে,
তোমারে লভিয়াছিনু ধর্ম্মপত্নী রূপে।
তখন তোমারি আশা উচ্চতর মম।
কিন্তু আজি প্রদেশের শ্রেষ্ঠাসনে বসি,
ভাবি যবে কুলজি আমার, মনে হয়—
বৃথা অভিমান যদি বংশমান নাহি
পারি করিতে স্থাপন। তাই চেষ্টা মম
উচ্চবংশে পরিণয়ে লভিতে গৌরব।
ছিলে মহা বিঘ্ন তার! তাই নানা ছলে,
বিনা দোষে বর্জ্জিয়াছি তোমা। কেন তবে
বিফল প্রয়াস পাও সাক্ষাৎ কারণ?
স্বার্থত্যাগ!—অসম্ভব কথা। স্বাধীনতা
দিয়াছি তোমায়, ইচ্ছা হয় খুজে লও
মনোমত জন।

করুণা।— ছি ছি পুনঃ পুনঃ পাপ-
কথা ব'ল না আমায়! যাই কর, ধর্ম্ম-
পত্নী আমি, ধর্ম্মে নাহি সহিবে কখন।
দেব! নাহি চাই কণ্টক হইতে তব
উচ্চ অভিলাষে। প্রণয়ীর ভালবাসা,
স্বামীর কর্ত্তব্য চাহে না এ অভাগিনী।

শুধু, দাসী বলি' রাখিও স্মরণে, আর
দিনান্তে বারেক মাগি চরণদর্শন।
ইথে তব কোন লক্ষ্যে বাধা না পড়িবে!

তেজ।— না না, সে সাক্ষাৎ গোপন না রবে কভু!
বলিবে সকলে ত্যাগ শুধু ছলমাত্র।

করুণা।— নির্দ্দোষ পত্নীরে দিলে বারেক দর্শন,
কেহ না নিন্দিবে তোমা!

তেজ।— অবোধ ললনে!
নির্দ্দোষ তোমারে শুধু জানে ভগবান,
তুমি আর তেজসিংহ। মানবনয়নে,
মহাদোষী—দ্বিচারিণী তুমি, আমাহ'তে
হ'য়েছে প্রচার। নহে কি বিমূঢ়া বালা,
সাধ্য হ'ত বিনাদোষে পত্নী ত্যজিবারে?

করুণা।— হা বিধাতঃ, এ কলঙ্ক লিখেছিলে ভালে!
স্বামী!—প্রভু!—ইষ্টদেব! তুমি!—তোমা হ'তে
অপবাদ হ'য়েছে প্রচার! এ হ'তে যে
শাণিত কৃপাণ তৃপ্তি করা ছিল ভাল।
নারী-হত্যা-পাপ যদি ভয় ছিল মনে,
দাসীরে বলিলে হ'ত বিপদ ভঞ্জন,
ক্ষুদ্র প্রাণ কোন দিন বায়ুতে মিশিত।
হ'ত না কালিমাময় সুনাম তোমার।
হে দীনপাবন! ভ্রমে ত্যক্ত দীর্ঘশ্বাস
সতী-রমণীর, স্পর্শে না প্রাণেশে যেন।
প্রণমে চরণে দেব দুখিনী রমণী।

আর না যাচিব দরশন, আর নাহি
সাধে বাদ সাধিব তোমার। ইচ্ছা হয়
রেখ মনে, নহে ভুলে যেও ; কিন্তু স্থির
জেন মনে—থাকে যদি সতীত্ব আমার,
কায়মনে পূজে থাকি চরণ তোমার,
এক দিন অবশ্য পড়িবে মনে, দীনা
এ দাসীর কথা। ধর্ম্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ কিছু
নাহি পৃথিবীতে, শান্তি-তৃপ্তি-কাম্য দান
করিবার তরে।

প্রস্থান।

তেজ।— ভাল, যবে ধর্ম্মবলে
পরাজিয়া ভ্রম দূর করিবে আমার,
বুঝিব যখন ধর্ম্মই সংসারে শ্রেষ্ঠ,
সেই দিন হ'তে ফিরাব জীবন স্রোত।
স্থাপিব বাঁধিয়া বেদী ধর্ম্মের সহায়ে,
দেবীরূপে তোমারে করুণা! আপাততঃ
মন্ত্রী-কন্যা সরমায়, সমাজে সম্মান
হেতু স্থাপিব গৃহেতে। হৃদয়েতে নহে
কভু, স্বার্থ উপাদান—ব্যবহার শুধু
প্রয়োজন তরে।

মহাবীরের প্রবেশ।

কি সংবাদ মহাবীর ?

মহাবীর।— সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ঘটন, মন্ত্রী-কন্যা
নিরুদ্দেশ গত রজনীতে !

তেজ।— নিরুদ্দেশ!

মহাবীর।— শুনি, অভিসারে পলায়ন! সহযোগী
তার কর্ণসিংহ নামে সেনানী জনেক।

তেজ।— নিশ্বাসে ভাঙ্গিবে মোর সোণার স্বপন!
ব্যাঘ্রের কবল হ'তে ছাগশিশু কিরে
হরিবে শৃগাল? অবিলম্বে অনুসরি
নিষ্পেষিব তারে, নহে বৃথা নাম মম!

বেগে প্রস্থান।

মহাবীর।— যা হ'ক বাবা, সোমের মাথায় তেহাই পড়ে'ছে
বটে!

প্রস্থান।

—০—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নগরোপকণ্ঠ—নদীতীর।

পরিব্রাজক।

পরি।— নীরব অবনী! দিবসের কোলাহল,
কর্ম্মশ্রান্ত মানবের আকুল উচ্ছ্বাস,
মগ্ন এবে শান্তিময় বিরামের কোলে।
শান্তি?—শান্তি কোথা জগতের মাঝে? শুধু
উদ্দাম কামনারাশি দহে অনিবার।
বহে—এই যে মধুর নিশি বিধাতার
স্নেহ আলিঙ্গন, এতেও র'য়েছে কত

বিনিদ্র নয়ন, চিন্তার কালিমা-ভরা
কিম্বা কুহুকী স্মৃতির শেষ জ্বালাময়ী
স্বপনের মাঝে। একিরে হেঁয়ালিপূর্ণ
জীবনের খেলা! বামাকণ্ঠে কোথা গায়?

গাহিতে গাহিতে করুণার প্রবেশ।

গীত।

কেঁদে এসেছিনু, কাঁদিয়া চলিনু, কাঁদিয়া করিনু জনম ভোর।
পূরিল না আশা, আকুল পিয়াসা, মরমে লুকায়ে রহিল মোর।
যদি আসে কেন ফিরিয়া যায়, চরণে লুটালে দলিতে চায়,
সেধে ভুলাইয়ে, সাধ না মিটায়ে, কেন দিয়ে যায় যাতনা ঘোর।
বুঝিয়া না বুঝি কেন বা হাসি, কেন ছুটে গিয়ে কাঁদিয়া আসি,
ধরা দিতে চাই ধরিতে না পাই, তবে কেন রহি আশা-বিভোর।

করুণা।— শুধু ঝিল্লী-মুখরিত অন্ধকার-স্তব্ধ-
অমানিশা পরাণের প্রতিরূপ মোর।
এ আঁধার অপসারি প্রভাতী তপন
হাসিবে গগনে পুনঃ; অভাগী রহিবে
শুধু অনন্ত আঁধারে। পতিতপাবনি!
মাগো—শুনিয়াছি শোকতাপ যায় দূরে
তোমার পরশে! দুখিনী তনয়া যেন
বঞ্চিতা না হয়;—স্থান দে মা ও চরণে!

(ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

পরি।— কি এ?—স্থির হও উন্মত্তা রমণী!

(ত্রস্তে ধারণ)

করুণা।— (সভয়ে) কে ? কে ?
রক্ষা কর দয়াময় সতীর মর্য্যাদা !

পরি।— শঙ্কা নাহি কর মাতা, সন্তান তোমার
আমি ! কর্ত্তব্যের অনুরোধে, উন্মাদিনী-
বোধে মাত্র ক'রেছি ধারণ।

করুণা।— কে তুমি গো
মহাশয় ? অনাথিনী আমি, লক্ষ্যশূন্য
ছায়াহীন ক্ষুদ্র এ জীবনে, জগতের
নাহি প্রয়োজন। ত্যজ মোরে, কর্ত্তব্যের
না হ'বে লঙ্ঘন ; বরঞ্চ যাতনা হ'তে
নিস্তার পাইয়া, মরিব আশীষি তোমা !

পরি।— বনবাসী সন্ন্যাসী জনেক ! কিন্তু মাতা
সুধাই তোমায়, জান কি গো ভবিষ্যৎ ?

করুণা।— হীনা আমি ; ভবিষ্যৎ কেমনে জানিব !

পরি।— তবে কেমনে কহিলে মাতা, লক্ষ্য-শূন্য
জীবন তোমার ? সুখ দুঃখ, আসে যায়
প্রকৃতিনিয়মে ; দুঃখই সুখের হেতু !
দুঃখ না থাকিলে, সুখবোধ মানবের
রহিত কিরূপে ? সংসার পরীক্ষাক্ষেত্র ;
আবর্ত্তে পড়িয়া যদি কঠিন পীড়নে,
আত্মহারা হয় কোন জন—মূঢ় সেই !
আত্মঘাতী হ'তে কার নাহি অধিকার।

করুণা।— পিতঃ ! ভারাক্রান্ত জীবন আমার, আর
না বহিতে পারি। বিশেষতঃ, উপস্থিত

যে বিপদে নিপতিতা আমি, উদ্ধারের
আশা তার নাহিক কখন। যদি কালে
সম্ভব বা হয়, তত দিন নিরাশ্রয়ে
কেমনে কাটাব কাল,—রহিব কোথায় ?
নিরুপায় অবলার মরণ(ই) সম্বল।

পরি।— পিতা বলি সম্বোধন ক'রেছ আমায়।
তাই বলি, মাতঃ! যদি বাধা নাহি থাকে
কিছু, চল তবে দীনের কুটীরে! সেথা
শান্তিময় লতাকুঞ্জে বসি, শুনি বন-
কবি বিহগের মুখে সুমধুর বিভু-
গুণ গান, শান্ত করি অশান্ত হৃদয়,
অবসর মত শুনাইও বিবরণ
মোরে। দেখি, যদি আমা হ'তে হয় কিছু
সাহায্য তোমার।

করুণা।— তমাচ্ছন্ন প্রাণে মোর
ভাল মন্দ বুঝিবার নাহিক শকতি।
আপাততঃ ইচ্ছা তব করিব পূরণ!
কিন্তু হে সন্ন্যাসি! সংসারের কূটচক্র
দেখনি কখন, তাই উপকার চাহ
করিবারে। শুনিলে বিস্মিত হবে, নহি
আমি ভিখারিণী,—রাজরাণী সম উচ্চে
আসন আমার! শুধু অদৃষ্টের দোষে—
অহো, আর যে কহিতে নারি!—

পরি।— প্রয়োজন
নাহি মাতা,—চল যাই কুটীরে এক্ষণে!

উভয়ের প্রস্থান।

—০—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

ঢেড়াদার ও নাগরিকগণ।

ঢেড়াদার।—(ঢেড়া পিটিয়া)
শুন সর্ব্ব ত্রিপুরার অধিবাসিগণ!
কর্ণ সিংহ নামধারী যুবা এক জন,
হ'রেছিল কোন এক অনূঢ়া কন্যারে;
তাই তার প্রাণদণ্ড হ'য়েছে আদেশ।
অতএব সাবধান দুরাচারগণ,
কেহ না করিও আর পাপ আচরণ!
রাজার অথবা কোন সামাজিক বিধি,
লঙ্ঘন করিলে মুক্তি নাহি কদাচন।

(ঢেড়া পিটন)

১ম নাগ।—সে কি! বহুকাল ত এ রাজ্যে প্রাণদণ্ড নাই। একেবারে অতটা কড়া ঠিক নয়; যাবজ্জীবন কারাবাস টাস ব্যবস্থা কর্‌লেই হ'ত। প্রতিনিধি বাহাদুর যাই করুন, মহারাজ বোধ হয় কখনই এতটা ভাল মনে ক'রবেন না।

ঢেড়া।— আমরা কি কর্‌ব বলুন? হুকুমের চাকর হুকুম শুনিয়ে বেড়াচ্ছি।

২য় নাগ।—নগরবাসী সবাই মিলে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌লে হয় না? প্রাণদণ্ডটা যেন কেমন কেমন লাগ্‌ছে, পরিবর্ত্তে অন্য যে কোন কঠিন শাস্তি হ'লেই চল্‌ত।

ঢেড়া।— সে মহাশয় ঢের হ'য়ে গেছে। মন্ত্রিসভার বড় বড় হোমরা চোমরা লোকেও অনুরোধ ক'রে ফল পান নাই। প্রতিনিধি বাহাদুর বলেন,—আমি আপনাদের, কিন্তু বিধান দেশের; পরিবর্ত্তনের শক্তি আমার নাই।

(শুন সর্ব্ব ইত্যাদি বলিতে বলিতে নাগরিকগণ সহ প্রস্থান)

নাগরিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

সইলো শোন মজাদারি খবর এয়েছে।
সত্যি নাকি?—মরণ ভাল!—
হঁা লো হঁা পাড়ায় পাড়ায় গুজব র'টেছে।
বড় ঘরের বড় কথা, মুখ চেপে থাক ক'সনে কথা,
ছি ছি ছি—চাঁদ নাকি সই রাহুক চুমেছে।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

পরিব্রাজক ও কর্ণসিংহ।

কর্ণ।— হে সন্ন্যাসি! কেমনে বুঝিবে, কি বেদনা
জাগি'ছে এ হৃদে। রোগ-তাপ-হীন, যবে—
সংসারের শত আশা, সহস্র কল্পনা,
থরে থরে রহে বিকশিয়া, বরষার
জলদের মত বর্ষিতে প্রবল ধারে;
সেই জীবনের সারভাগ, যৌবনের
মধুর প্রভাতে, মানবকল্পনা-জাত
পাপ-পুণ্য ন্যায়-নীতি প্রহেলিকাময়
বিচারের ফলে, মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা,
কিবা যে ভীষণ! কেমনে বলিব তোমা?
কি অনল ধরে বুকে পুত্রশোকাতুর,
কেমনে বুঝিবে তাহা অপুত্রক জন?
মানবের সম-ব্যথা মৌখিক কেবল;
ছায়া মাত্র কভু স্পর্শে না কাহার প্রাণে।
হ'তে পারে ভাবুক যে জন, ভেবে লয়
আপনার মত, কিন্তু সেও নাট্যালয়ে
যথা,—কলার চাতুর্য্যে মুগ্ধ রহি ক্ষণ,
পরক্ষণে ভুলে যায় শিশুর চিন্তার
মত, সেইরূপ—যাহার আঘাত, মাত্র
সে জানে কেমন! অন্যের কল্পনা শুধু।

পরি।— মোহান্ধ যুবক! দুষিওনা দেশাচার,
কহিওনা ন্যায়-নীতি-কল্পনা-প্রসূত!
অপরাধে শাস্তিদান করিলে বর্জ্জন,
পাপ স্রোতে পূর্ণ হ'ত ধরা। রাজদণ্ড
ধর্ম্মের রক্ষণ হেতু; ধর্ম্মই মানবে
এত ক'রেছে উন্নত। ধর্ম্ম শূন্য হ'লে,
ব্যভিচারে সৃষ্টিলোপ হইত ধাতার।

কর্ণ।— ধর্ম্ম—ধর্ম্ম, ধর্ম্ম তুমি কারে বল দেব?
জন্মিয়া মানবকুলে—মানবীর সহ
সংস্কার হেতু হয় যদি ভালবাসা,
চাহে যদি উভয়েতে প্রেমের বন্ধন,
অসার এ ক্ষণিকের পদের গৌরব,
বিরোধী হইলে, অনায়াসে ছিন্ন করে
প্রীতির মালিকা, দলিয়া পরাণ দুটী;
একি ধর্ম্মের কারণ? সৃজন প্রাক্কালে
ব'লেছে কি ধাতা, অর্থহীন অর্থবান
বিভিন্ন তোমরা! অর্থশূন্য জনে সদা
হেরিবে ঘৃণায়, মহান্ অধর্ম্ম হবে
স্পর্শিলে তা'দের কিংবা সংশ্রব ঘটিলে
দর্পান্ধ মানব, সৌভাগ্যের শেখরেতে
করি' আরোহণ, বিলাস-ব্যসন হেতু
অপর্য্যাপ্ত অর্থরাশি বলে, সংসারের
শ্রেষ্ঠ বিত্তগুলি—দুগ্ধ হ'তে নবনীর
মত, রাখে শুধু আপনার তরে। যদি

তাহে দীন কেহ ক্ষুধার তাড়নে করে
সামান্য ব্যাঘাত, অমনি সহস্র-ধারে
বিধান সকল, নিষ্পেষিত করে তায়
পরধনে লোভ মহা অপরাধ বলি'।
ধর্ম্মের বিধান তাহা? কেন, ধর্ম্ম কভু
বলিয়া কি দেছে, জগতের সুখসৃষ্টি
ধনীর কারণে,—নহে অভাগার হেতু!
বিশাল ভূখণ্ড কেহ করিয়া গ্রহণ,
সগৌরবে জানা'তেছে 'আমার' বলিয়া!
যেন এ জগৎ সৃষ্টি তাঁ'র(ই) ভোগ তরে!
অন্য দিকে শত শত আশ্রয়-ভিখারী,
স্থানাভাবে বৃক্ষমূলে যাপিছে জীবন।
অনন্ত জীবের তরে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন;
'আমার' বলিয়া তাহে অধিকার স্থাপি',
অন্য জনে বিমুখ করিতে, কোন্ ধর্ম্মে
উপদেশ দিয়াছেন বিধি? মিথ্যা সব;—
শুধু স্বার্থের একতা ফলে লোকাচার
ধর্ম্ম রূপে হ'য়েছে গৃহীত! বিধি-নীতি
নহে কভু।

পরি।— ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা বড়ই কঠিন!
পরমার্থ, শরীর, সমাজ তিন ল'য়ে
ধর্ম্মের সাধন। তা'র মাঝে, পরমার্থ
আত্মার কামনা, জিজ্ঞাসু ব্যতীত কভু
তার্কিকের সনে, তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা

চলিতে না পারে। আহার বিহার আর
নির্হার সাধন, তিন ধর্ম্ম শরীরের।
এ উভয়ে কর্ত্তা শুধু ফলভোগী, তাই,
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা র'য়েছে সবার।
কিন্তু নরনারী মিলনের ফল, এই
গৃহ-সুখ অক্ষুণ্ণ রাখিতে, বহু 'বিধি'—
সামাজিক ধর্ম্মরূপে হ'য়েছে গৃহীত।
সমস্বার্থবান ধনী কি নির্ধন তাহে।
সে ধর্ম্মপালনে, স্বেচ্ছাচার সঙ্কোচের
অতি প্রয়োজন। তাই এই রাজশক্তি
হ'য়েছে গঠিত। তুমিও স্বার্থান্ধ নর!
স্বার্থের ব্যাঘাতে ক্ষুব্ধ সমাজ বন্ধনে।
জেন স্থির, জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা
ইহলোকে শান্তি-কামনায়, করিয়াছে
সমাজনিয়ম। মহৎ মঙ্গল তরে
ক্ষুদ্র অমঙ্গল, গণ্য নহে সেই হেতু।
যাক্, কথান্তরে মন সন্নিবেশ নাহি
প্রয়োজন। কি হেতু স্মরে'ছ মোরে কহ
তা বিশেষি'!

কর্ণ।— দেব! যদিও নিশ্চিত মৃত্যু
শিয়রে আমার, তবু প্রাণ বুঝিয়া না
বোঝে। শুনিয়াছি, বহু ভক্তি করে তোমা
নাগরিক সবে; তাই আশা,—একবার
যদি অনুগ্রহ করি, অভাগার তরে

অনুরোধ কর তুমি সেনাপতি পাশে,
হয়ত কাঠিন্য তার কমিবারে পারে।

পরি।— কর্ণসিংহ! একে সংসার নির্লিপ্ত আমি,
তায় প্রতিপত্তি হীন ভিন্ন দেশবাসী।
আমার প্রার্থনা কি সূত্রে সফল হ'বে?
অধিকার শূন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি,
হতমান হ'ব শুধু। তার চেয়ে যদি
ভগিনী তোমার, প্রাণ ভিক্ষা করে তব
সেনাপতি পাশে, সরলা বালিকা-নেত্রে
অশ্রুকণা হেরি'—ভবিষ্যৎ চিন্তি' তার,
হয় যদি হ'তে পারে ফল কিছু। কিন্তু
পাষাণে অঙ্কিতে রেখা ক'রেছ কামনা,
'নিরাশা' ধরিয়া হৃদে হও অগ্রসর।

কর্ণ।— ভগ্নি?—অভাগিনী মোহিনীরে? হায় দেব!
স্নেহময়ী সরলা লতিকা, শুখায়েছে
এতদিন, এ ভীষণ সমাচারে। না না,
নিঠুর এ কার্য্যভার সঁপিব না তারে।
ব্যথার উপরে ব্যথা বাড়াব কেবল;
তার চেয়ে হয় হ'ক যা আছে ললাটে!

পরি।— এ হ'তে অধিক তার আর কি ঘটিবে?

কর্ণ।— বালিকা যে রাজদ্বার জানে না কেমন!
প্রার্থনার রীতি নীতি কে শিখাবে তারে?

পরি।— সে ভার লইতে শিরে সম্মত রয়েছি,
বাধা না থাকিলে, নিদর্শন দেহ কিছু।

কর্ণ।— লহ দেব অঙ্গুরীয় নিদর্শন রূপে!
এই জীবনের অন্ধকারে, তুমি মাত্র
ধ্রুবতারা সহায় আমার। মনে রেখ!
অভাগা রহিল তব আশা পথ চেয়ে।

পরি।— ঈশ্বরে সঁপিয়া প্রাণ, স্থিরচিত্তে রহ।
ভবিষ্যৎ অন্ধকার সদা, কে বা জানে
কার্য্যগতি, কোন পথে হইবে চালিত।
আসি তবে!

প্রস্থান।

কর্ণ।— যাও দেব! দেখ মা ভবানি!

প্রস্থান।

—o—

চতুর্থ দৃশ্য।

কর্ণসিংহের গৃহ।

মোহিনী।

গীত।

শুধু বিষাদ সুরে কেন এ বীণা বাজে।
শুধু নিরাশা রাশি কেন এ হৃদে রাজে।
নিখিল পুলকে মাতি', ফিরি'ছে দিবস রাতি,
কেন আকুলা শুধু আমি তাদের মাঝে।

মোহিনী।—কে এ? আহা, কি মধুর মুরতি সুন্দর!
প্রদীপ্ত কাঞ্চনবৎ গৌর বপুখানি,

আবরিত হ'য়ে স্নিগ্ধ কোশেয় বসনে,
শোভিতেছে যেন,—প্রভাতী কমলবুকে
পীত রেণুকার রাশি, মাখায়ে গিয়াছে
লুব্ধ চঞ্চল ভ্রমর, ছুটে আসি' তায়
ক্ষণিকের মোহে, কোন নববিকশিত
কদম্বকেশর হ'তে। কেবা এ সন্ন্যাসী?

পরিব্রাজকের প্রবেশ।

প্রণাম চরণে দেব! কোন প্রয়োজনে,
পবিত্র হ'য়েছে আজি দীনার কুটীর?

পরি।— (স্বগত)
একি! সৃষ্টির সৌন্দর্য্য রাশি একত্রিত
হয়ে, এই রমণীর রূপে উদ্ভাসিত!

মোহিনী।— নীরব কিহেতু?

পরি।— আসিয়াছি বার্ত্তাবহ-
রূপে। দেবি! কর্ণসিংহ প্রেরিয়াছে মোরে,
নিদর্শন হের এই অঙ্গুরীয় তার!

মোহিনী।—দেব! সপ্তাদন ভ্রাতা মোর নিরুদ্দেশ।
অসহায়া অনাথিনী আমি, নাহি কেহ
লভিতে প্রয়াস তার সন্ধান কারণ।
সৈনিক জীবন বড়ই কঠিন! বুঝি
অকস্মাৎ কার্য্যবশে গেছে দূরদেশে,
অবকাশ পায় নাই সংবাদ দানিতে।
কহ দেব! কুশলে ত আছে সহোদর?

পরি।— (স্বগত) দেখিতেছি দুঃসংবাদ জানে না বালিকা।
দেবি! বিপদ সংবাদতরে স্থির কর
হিয়া। রেখ মনে তুমি মাত্র গতি এবে
ভ্রাতার তোমার! দুঃসংবাদে আত্মহারা
হও যদি, অভাগার না রবে উপায়।
অতএব দৃঢ়মনে করহ শ্রবণ,
কর্ণসিংহ বন্দী আছে রাজ-কারাগারে;
অতীব কঠিন দণ্ডে হ'য়েছে দণ্ডিত।

মোহিনী।—আহা! তাই বুঝি, এতদিন ছেড়ে আছে
আদরিণী ভগ্নীরে তাহার। জগদীশ!
জন্মাবধি কোন্ অজানিত পাপরাশি
স্পর্শিয়াছে শিরে, যাহে দিনেকের তরে
বিপদ না ত্যজিল মোদের। ভাল বল,
কোন অপরাধে অপরাধী ভ্রাতা মোর?

পরি।— হরণ করিয়াছিল কুমারী জনে'ক!

মোহিনী।—মন্ত্রিকন্যা সরমায় বুঝি?

পরি।— সে কি! তুমি
কি ঘটনা জান?

মোহিনী।— সব নহে! জানি মাত্র
প্রাণসমা প্রিয়া সেই ভ্রাতার আমার।
কিন্তু তারে পাপ পথে করিতে গমন,
পুনঃ পুনঃ ক'রেছি নিষেধ। বুঝিলাম,
একেবারে মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে তার!
ভাল, কিহেতু প্রেরেছে তোমা;—জানাতে কি

কলঙ্ক কাহিনী? দুরাচারী সহোদর—
কি ঘৃণার কথা! এ হ'তে যে ছিল ভাল
অজ্ঞাত নিবাস।

পরি।— দেবি! বার্ত্তাবহ আমি!
পাঠায়েছে কর্ণসিংহ কহিতে তোমায়
যাচিতে মার্জ্জনা তার সেনাপতি-পদে।

মোহিনী।—স্বেচ্ছায় মাখিয়া মুখে কলঙ্কের কালি,
মুছা'বার তরে অন্তঃপুর-নিবাসিনী
রমণীরে প্রয়োজন সভামাঝে এবে।
আমি না সম্মত কভু হইব তাহায়।
পাপ করি' প্রায়শ্চিত্ত হ'তে মুক্তিলাভ
কখন সঙ্গত নয়। অপচার করি'
রোগী যথা ভাবে মনে, চিকিৎসক হ'তে
শুধু কিরূপে গোপন রবে; সেইরূপ
সমাজে প্রচ্ছন্ন রাখি' পাপের কাহিনী,
মুক্তিলাভ মানবের হাস্যের কারণ।
ব'ল তা'রে,—অভাগিনী যদিও ব্যথিতা,
তথাপি সহিবে ধীরে প্রায়শ্চিত্ত ভাবি'
কারাদণ্ড কালতক অদর্শন তার।
হেয় কাপুরুষযোগ্য সামান্য দণ্ডের
ভয়ে, প্রার্থনা করিতে ঘৃণা উঠে মনে।

পরি।— সামান্য শাসন তার নহেক ললনা!
জীবন রাখিতে যত্ন ধর্ম্ম প্রকৃতির,
প্রাণদণ্ডে হ'য়েছে দণ্ডিত।

মোহিনী।— প্রাণদণ্ড!

পরি।— প্রাণদণ্ড! নহে সংবাদ দানিতে তোমা,
আসিত কি সন্ন্যাসী কখন? সাধ্যমত
মানবের উপকার, কর্ত্তব্য মোদের!
তাই, বিপদ-মণ্ডিতে পরিত্রাণহেতু,
করিয়াছি আয়াস স্বীকার।

মোহিনী।— প্রাণদণ্ড,
বড় যে কঠোর! লঘুপাপে গুরুদণ্ড
ব্যবস্থা কি হেতু? হতভাগ্য কর্ণসিংহ!—
সেনাপতি তেজসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী তার।

পরি।— প্রতিহিংসা নহে বালা! দেশাচার আছে
এইরূপ। একি!—স্থির লক্ষ্য কেন হেরি?
কে আছরে,—বারি আন মূর্চ্ছিতা বালিকা।
(ত্রস্তে ধারণ)

—o—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তেজসিংহের কক্ষ।

তেজসিংহ।

তেজ।— কে বলে কুটিল নীতি মন্ত্র-সংগোপন,
বিপথ সংসারে; সরলতা ন্যায়নিষ্ঠা,
উন্নতির মূল? মূর্খের কল্পনা উহা।
অক্ষম যে জন, শুধ সৎপথে চলা,

তাহারি সম্ভব মাত্র। আত্মবলে বলী
যেই, প্রতিভা যাহার বহুমুখী, এই
কাপুরুষ-যোগ্য পথে চলিলে সেজন,
নিশ্চয় মিশিয়া যায়, উদ্দেশ্য বিহীন
বুদ্‌বুদের মত সংসার জলধি মাঝে।
ভাবি তাই, যদি বঞ্চনার আবরণে
আচ্ছাদিত না রহিত হৃদয় আমার;
উঠিতে কি পারিতাম কভু, সৌভাগ্যের
এ উচ্চ শিখরে? ভ্রম—মহাভ্রম, শুধু
কল্পনার কথা, ন্যায়পথ সুপ্রশস্ত
সংসার সংগ্রামে। আর(ও) হাসি পায় মনে,
ভাবি যবে এই ধর্ম্মের অলীক গল্প;
যাহে, ভ্রান্ত-জগতের প্রায় নরনারী,
সভয়ে নির্দ্দিষ্ট পথে করি'ছে গমন।
মৃত্যুর পরের চিত্র সৃষ্টি হ'তে কেহ
দেখেনি কখন, কিন্তু কি সুন্দর ছবি
এঁকেছে তাহার! রচে যথা গ্রন্থকার
উপন্যাস মাঝে বহুচিত্র, যাহা শুধু
কপোলকল্পিত।

মহাবীরের প্রবেশ।

কি সংবাদ মহাবীর?

মহা।— সাক্ষাৎ কামনা করে যুবতী জনে'ক!

তেজ।— কে রমণী? পরিচয় ল'য়েছ কি, কিম্বা
শুনিয়াছ উদ্দেশ্য তাহার?

মহা।— কর্ণসিংহ-
সহোদরা! প্রয়োজন বলিতে চাহে না।

তেজ।— কারণ বুঝিতে বাকি কি রহিল তবে?
ভাল, প্রের তায়—হ'তে পারে ভিন্নহেতু!
রাজদ্বার মুক্ত সদা সকলের তরে।

মহাবীরের প্রস্থান।

কর্ণসিংহ! বড় সাধে সাধিয়াছ বাদ,
উপযুক্ত প্রতিফল লভহ দুর্ম্মতি।
প্রতিহিংসা বলি' কেহ জানেনা জগতে,
শুধু কর্ত্তব্য করেছি আমি।

মোহিনীর প্রবেশ।

কহ কিবা
আবেদন তব? রাজ-প্রতিনিধি আমি!
যোগ্য হ'লে, আশা তব পূরাব নিশ্চিত।
(স্বগত)
কি সুন্দর আঁখি দুটী! লতিকা বিশেষ
সুগঠিত বর-অঙ্গে যৌবন-বিকাশ,
মরি কি মধুর! তৃষ্ণা কেন উঠে মনে?
কহ বালা প্রার্থনা তোমার! রাজকার্য্যে
ব্যস্ত আমি, অবসর নাহি বহুক্ষণ।

মোহিনী।— লোকপতি ঈশ্বরের প্রতিভূ জগতে,—
ন্যায়দণ্ডধারী মহারাজ-প্রতিনিধি-
রূপে প্রতিষ্ঠিত আজি আপনি ধীমান্!

দীনা আমি, ভিক্ষা হেতু এসেছি চরণে—
বঞ্চিতা হইব বলি' বিশ্বাস না হয়।

তেজ।— (স্বগত)

কিবা বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠের ঝঙ্কারে
তিরপিল শ্রবণ যুগল। কহ দেবি,
প্রকাশি' বিশেষ! বুঝিব সক্ষম কিনা
পূরাইতে বাসনা তোমার। (স্বগত) স্থির হ'বে
কামনা অনল! লালসায় ভস্মীভূত
করিবি কি উচ্চ লক্ষ্য মম? না না—কেন?
আত্ম-নিষ্পীড়ন এতই কি প্রয়োজন?
ভোগ-তৃষা তৃপ্তি বিনা লক্ষ্য কিবা আর!
যাহা করি সব (ই) শুধু সুখের কারণ।
ধর্ম্ম?—দূর হ'ক দুর্ব্বলের কথা। তবে
প্রকাশিত হয় যদি, লোকনিন্দা!—হ'বে
ভবিষ্যৎ সুখের কণ্টক। তেজসিংহ
কৃত কার্য্য অবশ্যই রহিবে গোপন।

মোহিনী।—প্রভো! দীন কর্ণসিংহ নামা সেনানীরে
ক'রেছ দণ্ডিত, আমি সহোদরা তার।
অকালে কালের ক্রোড়ে প্রেরিলে তাহায়,
এই নিরাশ্রয়া হারা'বে জীবন। আর(ও)
পিতৃপিতামহদের পিণ্ডদাতা সেই,
অভাবে তাহার দেব, বংশ লোপ হ'বে!
ছিল নাক কদাচারী পূর্ব্ব পিতৃগণ,
কোন্ পাপে জলপিণ্ডে হইবে বঞ্চিত?

প্রাণভিক্ষা দেহ সদাশয়, লঘুপাপে
গুরুদণ্ড ক'র না প্রদান !

তেজ।— লঘুপাপ
নহে বালা ! রাজ-বিধি মতে প্রাণদণ্ড
ক'রেছি আদেশ। অক্ষম দয়াতে আমি ;
অক্ষমে কি ক্ষমা করা নহে সমুচিত ?

মোহিনী।—(পদধারণ করিয়া)
করুণা করহ দেব ! কৃপাদানে কভু
নহেত বিমুখ মহারাজ আমাদের !
দয়াল রাজার নামে কলঙ্ক না স্থাপি',
ততোধিক উদারতা করুন প্রকাশ।

তেজ।— (স্বগত)
করস্পর্শে শিহরি'ছে কলেবর মম ;
মুর্খ আমি, হাতে পেয়ে ত্যজিব রতন !
(হস্তধারণ করিয়া তুলিয়া)
অবোধ ললনে ! জান না কি রাজদণ্ডে
ক্ষমা নাহি চলে ?

মোহিনী।—(পদতলে পড়িয়া) ওগো ! একবৃন্তে মোরা
দুটি ফুল, ছিঁড়ওনা একটী অকালে !
প্রাণদণ্ড-যোগ্য পাপে নহে অপরাধী,
উভয়ের আকিঞ্চনে ঘ'টেছে জঞ্জাল।
আর(ও) কত জন, সম অপরাধে পূর্ব্ব
পেয়েছে নিস্তার, বিবাহে যোজনা করি'
রাজার আদেশে। হীনবংশ-সমুদ্ভূত

নহি, মন্ত্রিকন্যা যোগ্য সেই, বিশেষতঃ
উভয়েই প্রণয়ে পাগল। অন্যায় না
হ'বে কিছু, পূর্ব্ব নীতি ইথে আচরিলে।

তেজ।— জান না কি এই অন্যায় প্রশ্রয় দান
নিবারণ তরে, মহারাজ মানসেন্দ্র
দেশান্তর-বাসী! দুর্নীতি প্রশ্রয় দিতে,
কঠোর নিষেধ আজ্ঞা রয়েছে তাঁহার।
কেমনে ঠেলিব বল আদেশ রাজার?

মোহিনী।—নাহি চাই কূটতর্কে বিরক্ত করিতে।
শুধু দয়া-ভিখারিণী আমি; দেহ দান!—
দান সম পুণ্য নাই আতুরে দানিলে।

তেজ। — অসম্ভব বল কেমনে সম্ভব করি?
ন্যায় পথ নাহি কিছু রক্ষিতে তাহায়।
ভিন্নপথে কি হেতু চলিব? পারি যদি
লাভ থাকে কিছু!

মোহিনী।— দীন মোরা! আমাদের
হতে কিবা লাভ হবে সম্ভাবনা?

তেজ।— যদি
থাকে কিছু?—

মোহিনী।— অনায়াসে করিব সাধন!
চাহ যদি নিজপ্রাণ দিব বিনিময়ে।

তেজ।— (কর ধারণ করিয়া)
লো সুন্দরি! তোমার ও দেবতাবাঞ্ছিত
কমনীয় রূপ মাঝে, আত্মহারা আমি।

আসিয়াছ দয়া ভিক্ষা আশে, বলিয়াছ,—
নাহিক দানের তুল আতুরে দানিলে।
প্রেমনীরে স্নিগ্ধ কর বালা! রূপ-বহ্নি-
তাপে তৃষিত আতুর আমি; কিম্বা লহ
প্রণয়ের বিনিময়ে ভ্রাতার জীবন!

মোহিনী।—(দূরে সরিয়া)
ছি ছি, ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোমা! যেই
অপরাধে প্রাণদণ্ড করেছ ভ্রাতার,
তা' হ'তে অধিক পাপে নিমজ্জিত হতে
করিছ বাসনা! সরমে কি বাধিল না,
কন্যাসমা অনাথিনী ভিখারিণী পাশে,
কহিতে কুকথা? রাজদণ্ড করে ধরি'
পিতৃ-স্থানে বসি প্রজাদের, এইরূপে
কলঙ্কে ডুবাতে চাও কাতরা কামিনী?
নরকেও পাবেনা নিস্তার!

তেজ।— জে'ন বালা,
ভ্রাতার জীবন তব করেতে আমার!

মোহিনী।—ভ্রাতা মম নহে হীন তোমার মতন!
চাহেনা সে অসার এ ক্ষণিক জীবন,
ভগিনীর পবিত্রতা বিনিময়ে তার।

তেজ।— যত সাধ ধনরত্ন করহ গ্রহণ,
রাজরাণী হ'তে সুখে রাখিব তোমায়!

মোহিনী।—দূর হ'রে কদাচারী নরকের জীব!
তুচ্ছপ্রলোভনে ভুলাতে নারিবি মোরে।

শুনিয়াছি, পত্নীরে তোমার দ্বিচারিণী
বলি' করিয়াছ ত্যাগ ! কামুক পিশাচ !—
পরকীয়া আসক্তিতে জাগে না কি মনে,
সে ঘৃণার স্মৃতি ?—এইরূপে অন্যজনা
পেয়েছিল পত্নীরে তোমার ! কিম্বা বুঝি,
পাপ পথে হৃদয়ের বোধশক্তি লুপ্ত
হ'য়ে যায়। ভাল প্রতিনিধি-হস্তে রাজ্য
সমর্পিয়া, নিশ্চিন্তে রয়েছে নরনাথ।

প্রস্থান।

তেজ।— একি ! মৃণালেতে ভুজঙ্গীর গরজন ?
ভাল, দেখি কত দূর হয়। মহাবীর !—
মহাবীর !

মহাবীরের প্রবেশ।

এসেছিল কর্ণের ভগিনী
ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা তরে ; হায়, অতি
কঠোর এ রাজকার্য্যভার, নারিলাম
প্রবোধিতে তারে ! কিন্তু সরলা বালিকা,
যাচে যদি ভ্রাতৃ-দরশন, জিজ্ঞাসিয়া—
লয়ে যাও কারাগারে কর্ণসিংহ পাশে !
শেষ দেখা দেখান উচিত।

মহাবীর।— যথা আজ্ঞা।

প্রস্থান।

তেজ।— জীবনের মায়া ত্যাগ নহেক সহজ!
অবশ্যই কর্ণসিংহ হেরিলে ভগ্নীরে,
জিজ্ঞাসিবে বার্ত্তা সমুদায়। যদি শুনে,
শুধু ভগিনীর সতীত্বের বিনিময়ে,
অনা'সে জীবন তার হইবে রক্ষিত;
নিশ্চয় করিবে বহু প্রয়াস স্বীকার,
আত্মরক্ষা হেতু বাসনা পূরাতে মোর।
রমণীর ধর্ম্ম-জ্ঞান কর্ত্তব্য-দৃঢ়তা,
দেখি রহে কতক্ষণ? তারপর, ইচ্ছা
পূর্ণ হ'লে, কর্ণসিংহ, ঘাতকের খড়্গ
নিয়ে দাঁড়াবে যখন; বুঝিবে অবোধ!
প্রতিহিংসা মোর, শুধু জীবন লয়নি
তব;—বুকভরা অগ্নি জ্বালি করিয়াছে
তৃপ্তিলাভ। অসম্ভব সম্ভবে আমায়!

প্রস্থান।

—০—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

কর্ণসিংহ।

কর্ণ।— কি ভীষণ মৃত্যু-ছায়া মানব-জীবনে?
প্রতিপলে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে
বহিতেছে রক্ত স্রোত দারুণ চিন্তায়।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, সেনাপতি পাশে
লয়ে যাবে মোহিনীরে দয়া ভিক্ষা তরে ;
কি জানি কি ফল লাভ হইল তাহায় ।
অভাগীর আঁখিনীরে ভিজিবে কি সেই
কঠিন পাষাণ ? সম্ভব করি না তাহা ।
ভাল, কে এই সন্ন্যাসী ? আসে যায়—সদা
অবারিত গতি, শুনি পূজ্য লোকময় ;
প্রশান্ত নয়ন স্নিগ্ধ করুণা প্রভায় ।
যুক্তিপূর্ণ সুমধুর উপদেশে তৃপ্ত
করে প্রাণ । বোধ হয় যেন ছদ্মবেশ-
ধারী ; দীর্ঘ শ্মশ্রু জটাজালে—আবরিত
কৈশোরের নধর গঠন । এখানে ত,
কতবন্ধু আত্মজন রয়েছে আমার,
কেহ না চাহিল ফিরি ! কিন্তু কোথা হ'তে
অচিন্তিত পরিচয়হীন, পান্থসম
আসি এই পুরুষপ্রধান ; বলামাত্র—
উপকারে হল আগুয়ান । এত দয়া
অকারণে সম্ভবে কি কভু ;—ছলনাত
নয় ? তাই বা কিরূপে বুঝি ! দূর হ'ক !—
অধিক বিপদ কিবা ঘটিবে ললাটে ?

কারারক্ষীর প্রবেশ ।

কারারক্ষী । কর্ণসিংহ ! আসিয়াছে সহোদরা তব,
সাক্ষাৎ—আশায় । চাহ কি দেখিতে তারে ?

কর্ণ।— সহোদরা ?—অভাগিনী মোহিনী আমার ?
ক্বপা কর মহাশয় প্রেরিয়া তাহারে !

কারারক্ষীর প্রস্থান।

চিন্তা—রহ স্থির,—শেষ কথা শুনিবার
তরে !

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী, মোহিনী—অনাথিনী বোন !
গিয়াছিলে সেনাপতি পাশে ?

মোহিনী।— দাদা, বীর
তুমি ! সৈনিকের ব্রত করেছ গ্রহণ,
মৃত্যুভয়ে হ'ওনা কাতর ! জন্মমৃত্যু
মানবের আছে চিরদিন, চঞ্চল কি
হেতু তাহে ? মৃত্যু—নিদ্রা, মহাশান্তি আর
কিছু নয় !

কর্ণ।— তবে বিফল সাধনা তব ?

মোহিনী।—তেজসিংহ অতি ঘৃণ্য নারকী দুর্জ্জন ;
মনে হ'লে কথা তার বুক ফেটে যায়।

কর্ণ।— কেন, হতাদর ক'রেছে কি তোমা ? বোন,
সংসারে নহেক সবে সহোদর তব !
দরিদ্রের অভিমান,—পিপীলিকা পক্ষ
সম, উঠে সদা মৃত্যু আবাহনে !

মোহিনী।— দাদা,
হতাদরে হইনি কাতর ; জানি আমি
যোগ্যতা আমার !

কর্ণ।— তবে কি ঘটিতে পারে ?

মোহিনী।—অসম্ভব সংঘটন! কেমনে বলিব
তোমা, সরমে না ফুটে বাণী।

কর্ণ।— তবু শুনি ?

মোহিনী।—কহিল পামর, আত্মদান কর যদি,
মুক্তি দিতে পারি তবে ভ্রাতারে তোমার!

কর্ণ।— তবে এখন (ও) র'য়েছে আশা ?

মোহিনী।— হতাশের
আশা—শুধু অলীক কামনা!

কর্ণ।— কেন, এত
কি গৌরব বোন ? তুলনায় তেজসিংহ
কভু নহে হীন; তার করে দিলে তোমা,
বংশের সম্মান নাহি টুটিবে মোদের!

মোহিনী।—সহধর্ম্মিণীর রূপে করিলে গ্রহণ,
তোমার জীবন বিনিময়ে—হাসিমুখে
করিতাম আমি আত্ম-বলিদান। কিন্তু
ইচ্ছা তার অতি হেয়!

কর্ণ।— উপপত্নী রূপে ?

মোহিনী।—(নীরব)

কর্ণ।— কি—ভিন্নপথ নাহি কিছু ?

মোহিনী।— না। পুরুষের
মত মরিতে প্রস্তুত হও!

কর্ণ।— মৃত্যু ?—সে যে
অতীব ভীষণ!

মোহিনী।— তা'হ'তে অধিক জে'ন
পাপে পদার্পণ!
কর্ণ।— পাপ পুণ্য মানবের
কল্পনা সৃজিত; সত্য কিছু নাহি তায়!
মৃত্যুই জীবের শেষ! জীবন সুখের
তরে;—সমাজ বিরুদ্ধে চলা সুখভোগ-
আশে, এত কি ঘৃণিত কথা?
মোহিনী।— ভাই হ'য়ে—
চাহ কি বিকা'তে মোরে, নারকীর মত
তুচ্ছ জীবন আশায়?
কর্ণ।— সামাজিক বিধি
তুলনায়—জীবন কি এতই অসার?
মোহিনী।—কে বা তুমি!—তুমিই কি সহোদর মম—
বীরশ্রেষ্ঠ জনকের বীর বংশধর!
সামান্য ইতর প্রাণী পিপীলিকা গৃহে,
পদার্পণ কৈলে ফি'রে সে করে দংশন।
অতি হেয় মানব কুলের,—এই বিশ্বে
ধর্ম্ম-অর্থ-জ্ঞান-শূন্য বনচর যারা;
তারাও রক্ষিতে সদা নারীর সম্মান,
ভীষণ আহবে পশি', হাসি মুখে দেয়
প্রাণ শত্রুর প্রহারে! ক্ষুদ্র কি মহৎ,
জীব মাত্রে যত্ন করে ললনা-সম্মানে।
সম্ভ্রান্ত বীরের বংশে লভিয়া জনম,
বিদ্যা জ্ঞান শিখিয়া অশেষ—ছি ছি তুমি,

অনায়াসে দিতে চাও কামুকের করে,
রূপ উপভোগ হেতু—নিজ জননীর
গর্ভজাতা কুমারী ভগিনী! ধিক্, ধিক্!
একেবারে মনুষ্যত্ব ক'রেছ বর্জ্জন?
ছিছি,—হেন হেয় চিন্তা মনন করিতে,
ক্ষণতরে বাজিল না প্রাণে, কি ভাবিছে
অন্তরীক্ষে রহি' তব পূর্ব্ব পিতৃগণ?
পরলোকে যদি অবিশ্বাস, ভেবেছ কি—
কেমনে দেখাবে মুখ স্বজন-সমাজে?
যবে, নগরের পথে করিবে ভ্রমণ,
কবে সবে অঙ্গুলি হেলায়ে,—ওই যায়
কর্ণসিংহ ভীরু কাপুরুষ, ভগিনীর
সতীত্ব প্রদানি 'জারে' রেখেছে জীবন!
ঘৃণায় ফিরা'য়ে মুখ ক'বে ক্ষত্রকুল,
হীনবীর্য্যে জন্মলাভ ক'রেছিল পাপী;
নহে বল—কে কোথায় ক্ষত্রিয় সন্তান,
জীবনের তরে দেয় রমণী-সম্মান?
জানিতাম আমি—যতই কঠোর হ'ক
মৃত্যুর ব্যাদান, শতেক সহস্রবার
চাহিবে পশিতে তাহে, শুনিলে একথা!
কোষ হ'তে অসি তুলি' দানিবে আমায়,
কহিয়ে অভয় বাণী,—'চলিলাম, এস
পশ্চাতে আমার, তৃপ্ত করি' প্রতিহিংসা
দুরাত্মার বক্ষ-রক্তে;—উপাড়ি কলুষ

জিহ্বা—যাহে উচ্চারণ করিয়াছে হেন
পাপ বাণী ; রাখি বংশের গৌরব !—বন্দী
আমি, নারিলাম স্বহস্তে শোধিতে ঋণ ।’
জীবন কি এত মূল্যবান্ ? ধরণী কি
এতই মধুর ? ঘাতকের করমুক্ত
হ’লে, বল—রহিবে কি চিরদিন হেথা ?
মৃত্যু ত প্রত্যেক পদে আহ্বানে মানবে !
অবশ্য পালিতে হ’বে আদেশ তাহার,
আজ কিম্বা দুইদিন পরে ! তবে কেন,—
নিশ্চিতের বিলোপ আশায়, মোহে মজি’
ক্ষণিকের তরে, রাখিতে অসার প্রাণ,
ডালি’ দাও সম্মান গৌরব যত ? হায়—
পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত যে মহাধন,
শত শত হৃদয়ের শোণিত প্রবাহে !
ছি ছি, ধিক্ তোমা ! সহোদর তুমি ;—এবে
ভাবিতে সে কথা ঘৃণায় পরাণ ফাটে ।
তোমা হ’তে মৃত্যু বুঝি সুখের আমার ।

পরিব্রাজকের প্রবেশ ।

পরি ।— কর্ণসিংহ ! শুনিয়াছি সমুদয় তর্ক
তোমাদের ! ঠিক কথা বলেছে মোহিনী ;—
‘জীবন কি এত মূল্যবান ?’ হীন প্রাণে
কি ফল লভিবে বল, কলঙ্কের ডালি
বহি শিরে ? ছি ছি, তোমা হেন কাপুরুষ
সম্ভবে মানবে, ছিল না বিশ্বাস কভু !

মানশূন্য যে পুরুষ,—জীবনে মরণে
কিবা প্রভেদ তাহার?

মোহিনী।— চলিলাম ভাই;
এই শেষ দেখা—আর না সাক্ষাৎ হবে!
কটুবাক্যে বহু ক্লেশ দানিল পাষাণী,
ক্ষমা ক'র অপরাধ জ্ঞানহীনা বলি'!
চাহ যদি ফিরে পুনঃ পাপের প্রয়াস,
জে'ন ভগ্নী আর নহেক মোহিনী! তবে
শুনি যদি,—স্থির চিত্তে অকম্পিত শিরে,
ঘাতকের খড়্গ মাথে ক'রেছ ধারণ;
এ নয়নে অশ্রুরাশি ঝরিবে আবার;—
কণা মাত্র যার শান্তির প্রবাহ রূপে,
পরলোকে পুনঃ সিঞ্চিবে আত্মায় তব!

প্রস্থান।

পরি।— (স্বগত)
কে বলে কবির চিত্তে কল্পনা উঠিয়া,
আদর্শ ললনা রচি' রেখেছে পুরাণে?
ক্ষীণ নেত্রে অসম্ভব দূর দরশন,
কহে তাই,—দেবী শুধু স্বপনের ছবি,
সংসারীর পংক্তি মাঝে মেলে না কখন!

প্রস্থান।

কারারক্ষীর প্রবেশ।

কারা।— কার্য্য শেষ এস বন্দী কারাগৃহ মাঝে!

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নগরোপকণ্ঠ।

পরিব্রাজকের কুটীর।

করুণা।

গীত।

শুধু পথ পানে চেয়ে, আশার আশায়, কত নিশি দিন যাপিব রে।
মোর প্রদোষের মালা, প্রভাত তপনে, শুখা'লে কেমনে সহিব রে।
বন ফুল তুলি' নব লতিকায়, গেঁথেছিনু হার বসি' বীথিকায়,
সে যে মুদিত কলিকা, সরমে শিহরি', পেলে তারে বুঝি ফুটিত রে।
ধীরে আঁচল পরশি' চপল পবন, কুন্তল রাশি দুলায়ে যায়,
তায়—চমকি চাহিয়া চকিতে হারাই, নয়নে নয়ন মেলে না রে

পরিব্রাজক ও মোহিনীর প্রবেশ।

পরি।— এই সেই মূর্ত্তিমতি বিষাদের ছবি,
বিনা দোষে তেজসিংহ ত্যজিয়াছে যারে।
তাই কহিতেছি—সুকৌশলে কার্য্যোদ্ধার
করিতে তোমার।

মোহিনী।— করুণা সম্মতা হবে?

পরি।— মা করুণে! এই নগরের অধিবাসী
হতভাগ্য যুবা একজন, প্রাণদণ্ডে
হ'য়েছে দণ্ডিত; ইনি সহোদরা তার।
ভ্রাতার রক্ষার আশে, কাতর পরাণে,
গিয়াছিল অনাথিনী তেজসিংহ পাশে।

কিন্তু দুরাচার প্রাণ বিনিময়ে—চাহে
রমণীর সাররত্ন করিতে হরণ।
নিরুপায়ে অভাগিনী এসেছে ফিরিয়া;
এবে তোমার সাহায্য পেলে, সম্ভবতঃ
সুকৌশলে অভাগার প্রাণ রক্ষা হয়।

করুণা।— পিতা, জানত কাহিনী সব! আমা হ'তে
কোন্ কার্য্য হইবে সাধন?

পরি।— শুন মাতা,
মোহিনী এসেছে তা'রে হতাশ করিয়া;
এবে পুনঃ গিয়া তথা, সম্মতি প্রদান
করি' বলুক তাহারে,—নিশীথে নির্জ্জন
স্থানে, অন্ধকার গৃহে হইবে মিলন।
আনন্দে কামুক তাহে স্থান নিরূপণ
করি' সঙ্কেত কহিবে। পরে মোহিনীর
পরিবর্ত্তে, তুমি গিয়া হইও মিলিত
স্বামী-সনে। দোষ নাহি তায়! সুসারে কি
অভিসারে, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, প্রকাশ্যে বা
গোপনেতে, পতিপত্নী মিলনেতে নাহি
অপরাধ। দুটি ফল ফলিবে ইহায়;—
অভাগা জীবন পাবে, আর বহুদিন
পরে, দিনেকের দেব-সন্দর্শন সাধ
মিটিবে তোমার। ইথে কি আপত্তি আছে?

করুণা।— দেব! মহাজ্ঞানী পরম হিতৈষী তুমি,
আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব!

মোহিনী।— কি বলিব

দেবি! যদি ভগবান সত্য হয়, যদি

পতিতের উপকারে পুণ্য থাকে কিছু,

ধর্ম্মপথে যদি চলে থাকি চিরদিন;—

এ মিলন অবিচ্ছিন্ন রহিবে তোমার,

বিপন্নার অন্তরের এই আশীর্ব্বাদ!

পরি।— কোন বাক্যালাপ করিওনা তার সনে!

শুধু ফিরিবার কালে কহিও কাতরে,

ভ্রাতার মুক্তিতে যেন বিঘ্ন নাহি হয়।

করুণা।— উপদেশ সাধ্যমত পালিব যতনে!

পরি।— (মোহিনীর প্রতি)

চল বালা কার্য্যোদ্ধার তরে!

(করুণার প্রতি) ফিরে এসে

জানা'ব তোমায় অবশিষ্ট বিবরণ।

মোহিনী।—কিন্তু—

পরি।— কিন্তু কিবা পুনঃ?

মোহিনী।— কেমনে এ পাপ

ছলনায়—

পরি।— আবার সে কথা! ব'লেছি ত,—

কার্য্য ফল তুলনায় পাপ নহে ইহা!

মোহিনী।—আসি তবে;—মনে রেখ দুখিনীর কথা!

করুণা।— চাতকিনী চাহে সদা চুমিতে বারিদে,

অনুরোধ কখনই লাগে না তাহার!

পরিব্রাজক ও মোহিনীর প্রস্থান।

গীত।

আয় ছুটে আয় লহরী তুলিয়া,
দূর কাননের বিহগ তান।
মলয়ার সনে প্রমোদে মাতিয়া
গেয়ে যা গেয়ে যা ভ্রমরা গান।
হেসে ভেসে আয় চন্দ্র কিরণ,
চ'লে যা চুমিয়া সোহাগে ধরা,
দুলে দুলে খেল সমীরণ সনে,
জাতী যূথী চাঁপা সুরভি ভরা,
সান্ধ্য-গগনে লুকারে তপন,
হরষে কুমুদ ত্যজ লো মান,
আজি তোর মত যাপিব যামিনী
উছলি' উঠিছে উলাসে প্রাণ।

প্রস্থান।

—o—

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান-বাটী।

তেজসিংহ।

মহাবীরের প্রবেশ।

মহা।— প্রভু! উত্তীর্ণ দ্বিতীয় যাম; সপ্তমীর
চন্দ্ররশ্মি গেছে অস্তাচলে। নিদ্রামগ্ন
নাগরিকগণ, শুধু রাজ-প্রহরীরা
ফিরিতেছে অন্ধকারে শান্তিরক্ষা হেতু।

তেজ।— উন্মুক্ত রেখেছ গুপ্ত উদ্যানের পথ?

মহা।— আজ্ঞামত বহুক্ষণ রেখেছি খুলিয়া।

তেজ।— আদেশ ক'রেছ জ্ঞাত প্রতিহারী সবে ?

মহা।— উদ্যান রক্ষকগণে ব'লেছি বিশেষি',
আজি রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে,
উদ্যান পার্শ্বস্থ পথে ভ্রমে যদি কেহ,—
হউক সে পুরুষ কি নারী, আবদ্ধ না
করে তায়, প্রশ্ন কিম্বা কুতূহলে যেন
সাক্ষাতে প্রয়াস নাহি লয়।

তেজ।— উত্তম! হাঁ—
শুন মহাবীর! অতীব বিশ্বস্ত তুমি,
পুরস্কৃত হ'বে যথোচিত। যাও এবে
আজ্ঞা মোর করহ পালন, অবিলম্বে
ঘাতকে লইয়া সাথে, পশি' কারাগৃহে,
কর্ণসিংহ শিরশ্ছেদি' ঘুচাও জঞ্জাল।
এই কার্য্যে অবহেলা করি, ঘটিতেছে
নানা বিঘ্ন। কি আশ্চর্য্য রমণী-চরিত!
কর্ণের ভগিনী অনা'সে লিখেছে মোরে,—
'গভীর নিশীথে গোপনে সাক্ষাৎ চাহি।'
বোধ হয় ইচ্ছা তার, পাপ পথে মুগ্ধ
করি' মোরে—করিবারে ভ্রাতার নিস্তার।
অগ্রে আশা তার হউক নির্ম্মূল; পরে
বুঝা'ব বামায়, প্রলোভনে টলিবেনা
এ কঠিন প্রাণ। বিশেষতঃ হস্তচ্যুত
তীর যবে—কি ফল প্রয়াসে।

মহা।— কহিতে না
সাহস যুয়ায়! কিন্তু মোর মনে লয়,
দুষ্টা সহ দেখা করা অনুচিত তব।

তেজ।— না না—কেন? ভদ্র কুলবালা; মহাভ্রমে
হ'য়েছে পতিতা! সাধ্যমত নিবারিব
তারে, বুঝাইয়ে পাপ প্রলোভন হ'তে।
সাক্ষাতে নাহিক দোষ! আমারে কি হয়
অবিশ্বাস?

মহা।— অবিশ্বাস নাহি মোর! তবে,
সঙ্গদোষ ভয়ের কারণ বলি' মানি।

তেজ।— নাহি চিন্তা! আত্মজয়ে শক্তি না থাকিলে,
বহুপূর্ব্বে পড়িতাম স্খলিত হইয়া।
যাও এবে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন!

মহা।— কারারক্ষী যদি, অনুচিত উপদেশ
পালিতে সঙ্কোচ করি', অবিশ্বাস করে
মোরে?

তেজ।— বেশ, লও এই লিখিত আদেশ!
কহিও তাহায়, আজি বহুদিন পরে
গুরুদণ্ড আচরিতে, বিবাদী হ'য়েছে
প্রায় নাগরিকগণ! বিলম্বে কি দিবা
ভাগে, কিম্বা জ্ঞাতসারে সকলের দণ্ড
প্রদানিলে, ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। তাই,
নিশিতে গোপনে দণ্ড করিতে প্রদান,
মন্ত্রিসভা উপদেশ দিয়াছেন আজি।

মহা।— শিরোধার্য্য আজ্ঞা প্রভু! (স্বগত)
রকমারি চাল!

প্রস্থান।

তেজ।— উর্ণনাভ রচি' জাল লূতা-তন্তু দ্বারা,
অদৃশ্য থাকিয়া নাশে পতঙ্গ সকল;
প্রতিকার্য্যে ছল মোর প্রধান সহায়।
এখন বিলম্ব কেন করিছে মোহিনী?
আহা! কি সুগোল বাহুলতা! মরি মরি!
চম্পক রঞ্জিত বর্ণে বিম্ব-ওষ্ঠাধর—
বুঝি সুধার আধার! দেখিব পরীক্ষা
করি, কত মধু ধরে ফুল্ল-কমলিনী—
মনপ্রাণ মুগ্ধ মম প্রভাবে যাহার।
কিন্তু এই শেষ,—আর না আসিবে বালা!
কালি প্রাতে যবে পশিবে শ্রবণে তার,—
জহ্লাদের করে লুপ্ত বিনিময় ধন;—
মরমে মরিয়া যা'বে। বাতুল হ'য়েছি
আমি! যেই ছলনায় মুগ্ধ তীক্ষ্ণদর্শী
ত্রিপুরা ঈশ্বর, সামান্য বালিকা তাহে
হ'বে না পতিতা? অনায়াসে বুঝাইব—
'অজ্ঞাতে এ পূর্ব্বাদেশ হ'য়েছে পালিত।'
কোথা যা'বে অসহায়া নিরাশ্রয়া নারী?
অবশ্য লুটাবে ফিরে চরণে আসিয়া।
কে ওই রয়েছে স্থির লতা-কুঞ্জ পাশে,
আবরি' বদন খানি? রমণী নেহারি!

ওই—ওই আসিয়াছে কামনার ধন,
লোভাতুরা প্রেমার্থিনী মোহিনী আমার।

বেগে প্রস্থান।

—o—

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

মহাবীরের প্রবেশ।

মহা।— যা হ'ক বাবা, কাজ পেয়েছি বটে! কথাটা কি সত্যি—মোহিনী আসবে? হ'তে পারে, নসীব—আর মেয়ে মানুষের মন। প্রথম দেখলুম কারাগারে,—ভায়ার কিছু মত ছিল, তা কথার তোড়েই থেমে গেল। তারপর?—এই তার পরই ত ধোকায় প'ড়েছি বাবা! সে মোহিনী আবার সাঁঝের বেলা ফিরে এল কেন? সব তো মিটেই গে'ছিল। তারপর থেকেই দেখ্‌ছি, তেজ বাহাদুরের মুখে যেন একটু রসের হাওয়া লেগেছে। হুঁ,—ঐ পরেই গোল হ'য়েছে। তা' মরুক্‌গে, আমার কি? এখন ঠাকুরের দেখাটা পেলে, দিন্‌কের দায় সেরে, নিশ্চিন্দি হ'য়ে একটুকু নিদ্রার আয়োজন দেখি। আচ্ছা,—এর ভিতর ত কোন কথা নেই? রোজ রোজ তাঁকে সেই নদীর ধারে, ভূতুড়ে বনের মাঝে গিয়ে, দিব্যি পিসীর বাড়ীর মত কুশাসন

পেতে দাওয়ায় ব'সে, যা' কিছু খবর থাক্‌ত জানিয়ে আস্‌তুম। আজ হঠাৎ মর্‌জি হ'ল কেন—যে উদ্যান পার্শ্বে সাক্ষাৎ হ'বে, রাত দুপুরে সেখানে অপেক্ষা ক'র? ও দিকেও দুই—এ দিকেও দুই; যেন জোড়া মেলা ব'লে বোধ হচ্ছে না? যাক, দুনিয়াই যখন যোগ বিয়োগে চল্‌ছে, তখন যে দিকে হয় মিলবেই। কে বাবা, আলথাল্লা আঁটা, পাহাড় পর্ব্বতের মত চ'লে আস্‌ছে? ঠাকুর সাহেব না? আর কেন!—দাড়ীতেই মালুম পেয়েছি।

পরিব্রাজকের প্রবেশ।

পরি।— কে তুমি?

মহা।— ঠাকুর সাহেবের চেলা! কিল চড়ের আশায় দাঁড়িয়ে আছি।

পরি।— কেও মহাবীর?

মহা।— বীর ত বটেই, এখন মহা হই আর না হই।

পরি।— সংবাদ কি?

মহা।— সংবাদ শুভ! মোহিনী ঠাক্‌রুণ আজ রাত্রেই তেজ-বাহাদুরের পালঙ্ক-লক্ষ্মী হ'বেন, ভায়াটীও তার ভব-সাগর পার হবে।

পরি।— সে কি?

মহা।— কোন্‌টা কি, লক্ষ্মীর না পারের?

পরি।— মোহিনীর সংবাদ আমি জানি, কর্ণসিংহের কথা কি বল্‌ছিলে?

মহা।— (স্বগত) তবেই ঠিক এঁচেছি, ঠাকুর আমার বমাল সুদ্ধ আসামী ধ'র্‌বার চেষ্টায় আছেন। (প্রকাশ্যে) কর্ণসিংহের আজ রাত্রেই পারের বন্দোবস্ত হ'য়েছে। এই আমি তার নৌকা দিয়ে আসছি।

পরি।— এখনি ?

মহা।— এতক্ষণ বোধ হয় পাল তুলেছে! তবে ঘাতক বেটার ত আর আমার মত সুখের প্রাণ নয়, যে সারা রাত হাল ধ'রে ব'সে থাক্‌বে ? তাই তার ঘুম ভাঙ্গতে বা সাজ্‌তে গুজ্‌তে যদি দেরী হ'য়ে থাকে, তবে হয়তো এখনও খুঁটো তোলে নি।

পরি।— ক'রেছ কি ? এ সংবাদ পূর্ব্বে দাওনি কেন ? ছি!—

বেগে প্রস্থান।

মহা।— বস্‌! একেবারেই ছি!—; কেন বাবা, সোজাসুজি দাঁড়া ধর্‌লেইত হয় ? তা নয় উপর চাল, মাছ ধ'র্‌ব—কাদা ঘাঁট্‌ব না। তাই বা যদি মত্‌লব ছিল, আমায়ই কোন্‌ জানিয়ে রাখ্‌লেন, যে খবরদার— নজর রেখ! এত কাজ পার্‌ছি, আর এইটে পার্‌তুম না ? যাক্‌ এখন করা যায় কি ? শেষ আবার ছ্যা-ছ্যা না হই; এ তবু পদে আছি। বুঝ্‌লুম— ঠাকুর ছুটেছেন কর্ণকে বাঁচাতে। সেখানে আমার থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। শেষ কি ধরা প'ড়ব ? আচ্ছা, এখানে ব্যাপারখানা কি হ'চ্ছিল ? তা যাই হ'ক, হঠাৎ খবর পেয়ে এদিকে ছেড়ে

গেছেন। ভাল, এখানে থেকেই দেখিনা কেন, যদি বেড়ালের বরাতে শিকে ছেঁড়ে? দাঁও মত কাজ দেখাতে পার্‌লে, নিদেন আজ্‌কের ছি—র ধাক্কাটা ত সামাল্‌ হ'বে। যাক্‌ বাবা, দুদণ্ড প্রাণ খুলে ত জিড়িয়ে বাঁচি।

গীত।

বল্‌না মন তোর এ কোন্‌ ধারা।
সুখে থাক্‌তে কিলোয় ভূতে, লোভে বাড়া'স পাপের ভরা।
রাজা উজির বণিক ঋষি, সুখ খুঁজে দেখ সবাই সারা;
(ওরে) বিধির বাঁধন যায় না ছেঁড়া, তবে কেন যেচে মরা।

এই ত দেখ্‌ছি শ্রীমতী আস্‌ছেন!—

চলিতে চলিতে ফিরিয়া চায়,
চকিতে চমকি শিহরে কায়।
কঙ্কন কিঙ্কিনী রিণিনী বোলে,
মন্থর গমনে কুচাগ দোলে।
রঞ্জিত বসনে আবরি বেশ,
পিরীতি লাগিয়া সহিছে ক্লেশ।

এই ত বাবা, অভিসারিকার লক্ষণের সঙ্গে ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা মিল হ'চ্ছে। যা হ'ক বাব', মণ্ডা না পেলে অম্বরা ভাঙ্গ্‌ছিনি।

[পথিমধ্যে উপবেশন।

করুণার প্রবেশ।

করুণা।— দেব! চল যাই।

কুটীরে ফিরিয়া, অতীত যামিনী, আমা
হেতু বহুক্লেশ হইয়াছে তব।

মহা।— (নীরবে মুখভঙ্গী)

করুণা।— আহা,
নিদ্রায় হ'য়েছে মগ্ন! অভাগিনী তরে,
কত জনে ভুঞ্জে কত ক্লেশ। বোধ হয়
প্রভাত নিকট, অপেক্ষা করিতে নারি।
পিতা, পিতা!—

মহা।— অ্যা—ছ্যা ছ্যা ছ্যা! একেবারে ঘোলের হাঁড়া ভেঙ্গে দিলে! বলি, আমি ত দক্ষরাজ নই, যে একলা সকলেরই বাপ হ'য়ে চ'লব!

করুণা।— কে তুমি ?

মহা।— কি ঠাওরাচ্ছ বল দেখি? ভয় নেই—ভয় নেই, একেবারে যে সাপ বাঘ মনে করে চ'মকে উঠলে? বলি এত ভয় যার, সে কোন সাহসে একা এ রাত্রে ঘরের বা'র হ'য়েছে ?

করুণা। আমি একা নই, আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি এইখানেই অপেক্ষা কচ্ছিলেন। প্রয়োজনে আমি কিছু ক্ষণের জন্য ভিন্ন স্থানে গিয়াছিলাম, তাই ভ্রমে সঙ্গী বোধে আপনাকে বিরক্ত ক'রেছি, ক্ষমা ক'রবেন!

প্রস্থানোদ্যোগ।

মহা।— (স্বগত) কে বাবা! আওয়াজ যেন মালুম হ'চ্ছে? এত মোহিনী নয়, দেখ্‌ছি করুণা! বাহুবা রে নসীব! ঠাকুর দেখ্‌ছি যোগ যাগ ছেড়ে দিয়ে, শেষটা দুতী-

গিরি স্থরু ক'রে দিয়েছেন। (প্রকাশ্যে) বলি ও ঠাক্‌রুণ! শোন—শোন!

করুণা।— (ফিরিয়া) কি ব'লছ?

মহা।— এমন কিছু নয়! এই ব'লছিলাম কি,—যোগে এলে চ'লেছ বিয়োগে;—সেটা কি ভাল দেখায়? দেখ, আমিও বিয়োগ তুমিও বিয়োগ; বিয়োগে বিয়োগে যোগ সিদ্ধ! বলি,—অভাবটা পূরণ ক'রেই চল না!

করুণা।— সাবধান মূঢ়! প্রগল্‌ভতা কর পরিহার,
নহে বিপদ ঘটিবে বহু!

মহা।— তোমাদের অনুগ্রহে দুনিয়ায় যে কে সুপদে আছে, তা'ত দেখি না! সে ত জেনে শুনেই ঘাড় পেতেছি চাঁদ।

করুণা।— নহি আমি উপহাসযোগ্যা তব!
পরিচয় হীনা রমণীর প্রতি পরিহাস করা,
ভদ্রতার সীমা বহির্ভূত!

মহা।— একেবারে তোমায় না চিন্‌লে কি আর পথ আগ্‌লে ব'সে আছি। তোমার সাত গুষ্ঠীর খবর আমি রাখি, এই শোন,—তুমি করুণাদেবী, গিয়েছিলে তেজ-সিংহের কাছে—মোহিনীর বদ্‌লীতে! কেমন ঠিক ঠাক মিলিয়ে পাচ্ছ?

করুণা।— (স্বগত) কে এ? সর্ব্বনাশ! এ ছলনা যদি
কোনরূপে প্রকাশিত হয়,—
মোহিনীর আশা সমূলে বিনাশ পাবে,
অবিলম্বে কর্ণসিংহ হারা'বে জীবন।

মহা।— (স্বগত) ঠিক এঁচেছি বাবা! বাহাদুরী আছে মহাবীর—বাহাদুরী আছে! নইলে তুমি ঠাকুর সাহেবের এত পেয়ারের চেলা কখন হ'তে না। দেখ' বাবা, গুমরে উছ্‌লে উঠ না। শেষ বস্কা দুধের মত সব শুকিয়ে যাবে। তাইত বলি, ফকিরি বুদ্ধি না হ'লে এত বজ্র আঁটুনীর ফস্কা গেরো কেন হবে? মতলব টা চেলেছে ভাল, মোহিনীকে স্বীকার করিয়ে করুণাকে দিয়ে দুই কুলই বজায় রাখ্‌বে। (প্রকাশ্যে) কি ঠাকৃরুণ, তারা গুন্‌ছ? তোমাদের বুদ্ধির মত ওরও অন্ত নেই।

করুণা।— কে তুমি হে পথিক সুজন?

মহা।— কি বাবা! মহড়া আওড়াতেই যে ফণা গুটিয়েছ, তবে বোধ হয় অন্তরা গাইলে বশও হ'তে পার। ঠাকৃরুণ! আমি সুজন কুজন কিছুই নই, জন নই অপজন। এই বটগাছ আস্তানা,—রাত দুপুরে তোমায় একৃলা পেয়ে পাব পাব মনে কচ্ছি। এই তোমার সন্ন্যাসী ঠাকুরকে,—চমকাও কেন? যাকে খুজ্‌ছ তাকে, এর আগেই পেয়েছি।

করুণা।— তিনি কোথায়? নিশ্চয়ই তুমি তাঁর পরিচিত বিশ্বস্ত ব্যক্তি, নচেৎ এত সংবাদ কখনই জান্‌তে না!

মহা।— (স্বগত) ছুঁড়ীর দেখ্‌ছি ভয় ডর কিছুই নেই। হবে না কেন, বাঘের বাচ্ছা বাঘ ডাশা—শ্রীবিষ্ণু রাবণের বউ স্থূর্পণখা—থুড়ি মন্দোদরী। (প্রকাশ্যে)

তা ঠাকরুণ আমি যেই হই, এখন কথা কি,—
তোমায় পাব কি না ?

করুণা।— কেবা তুমি কিবা প্রয়োজন ? পরিচয়
দেহ মহাশয় !

মহা।— অতীব অধম জন,
পাব তোমা এই আকিঞ্চন।

করুণা।— বৃথা করি
বাক্যব্যয়, চলিলাম।

মহা।— আমিও পেছু নিলাম।

করুণা।— কোথা যাবে ?

মহা।— যেথা রবে।

করুণা।— কোথায় বলত ?

মহা।— নদীর ধারে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কুটীরে।

করুণা।— সেথা কি ক'রবে ?

মহা।— কুশাসন পেতে দাওয়ায় ব'সে, তোমার রেশে লেগে
থাক্‌ব।

করুণা।— ও—চিনিয়াছি এবে, শিষ্য তুমি সন্ন্যাসীর ;
প্রতিদিন দেখিয়াছি নিশাকালে তথা।
কেন তুমি র'য়েছ হেথায় ?

মহা।— বল্‌লুম ত তোমায় পাবার জন্য !

করুণা।— বড়ই বাচাল তুমি ! এতক্ষণ দিলে
পরিচয়, ঘটিত না বিসম্বাদ এত।
চল ভাই, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন !

মহা।— কি গালাগালি ? এই বল্‌লে বাপ, আবার ব'লছ

ভাই! আমি আরও তোমায় পাবার চেষ্টায় আছি। ধরা বাঁধা একটা সম্বন্ধ ঠিক কর, নইলে বাবা এই খুটি নিলুম। (উপবেশন) তা সন্ন্যাসী ঠাকুর চটুন আর ফাটুন।

করুণা। - ভাই?

মহা।— উঁহুঁ!

করুণা।— তবে পিতার নন্দন?

মহা।— তা এক রকম মন্দ নয়।—পিতা বল্‌তে পঞ্চ পিতা— শ্বশুরও তার মধ্যে। তবে চল!

উভয়ের প্রস্থান।

—০—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কারাগার।

কর্ণসিংহ নিদ্রিত।

কারারক্ষীর প্রবেশ।

কারা।— আহা! স্নিগ্ধ-রজনীর শান্তিময় ক্রোড়ে,
নিশ্চিন্তে বিশ্রাম লাভ করিছে যুবক।
অধরে ফুটিয়া আছে আনন্দের রেখা,—
বুঝি আসি' হেথা স্বপ্ন-দেবী, চুপি চুপি
চুমি ধীরে অভাগার সুষুপ্ত-আনন,
আঁচল বিছায়ে শূন্য হৃদয়েতে বসি',
আদরে সম্ভাষি'—শ্রুতিমূলে গাহিয়াছে

অলীক মধুর গাথা, মদির ঝঙ্কার—
এখন(ও) বাজিছে কর্ণে প্রীতির নিস্বনে,
প্রতিধ্বনি রূপে রুদ্ধ কক্ষের মাঝারে।
আজি, বহুকাল অনভ্যস্ত দণ্ডাদেশ
জানা'তে যুবকে, কুণ্ঠিত হ'তেছে মন।
কেন এই বৃথা দুর্ব্বলতা? অনিবার্য্য
কর্ম্ম-স্রোতে ভাসিতেছি সবে, ক্ষীণশক্তি
বিরুদ্ধে চালিতে চেষ্টা মূঢ়তা কেবল।
কর্ণসিংহ!

কর্ণ।— (নিদ্রালসে) মুক্তি দিতে এসেছ মোহিনী?

কারা।— কারারক্ষী আমি!—আসিয়াছি মহামুক্তি
আয়োজন করিতে তোমার!

কর্ণ।— মহামুক্তি!—
মৃত্যুর কবলে বাস নিশ্চিত আমার?

কারা।— এখন (ও) সন্দিগ্ধ চিত্তে র'য়েছ যুবক?
দণ্ডাদেশ লিপি হের করেতে আমার!

কর্ণ।— তবে, কালি প্রাতঃসূর্য্য লোহিত নয়নে,
হেরিবে রক্তের স্রোত?

কারা।— না—, রজনীর
অন্ধকারে, শেষ শ্বাস মিশিবে তোমার!

কর্ণ।— এখনি?

কারা।— এখনি!

কর্ণ।— নিশাকালে দণ্ডদান
বিধি বহির্ভূত! বল তবে গুপ্ত হত্যা?

কারা।— আদেশ পালক মাত্র মোরা, শক্তি নাই
কোনরূপ যুক্তিতর্ক করিতে প্রকাশ।

কর্ণ।— বেশ, ঘাতকে প্রেরহ তবে; সর্ব্বদাই
প্রস্তুত র'য়েছি আমি।

কারা।— শেষ সাধ নাহি
কিছু তব?

কর্ণ।— থাকিলে কে করিবে পূরণ?

কারা।— সাধ্যমত সম্পাদনে পাইব প্রয়াস!

কর্ণ।— গোপনীয় হ'লে?

কারা।— গোপনে করিব শেষ!

কর্ণ।— ভাল, আছে মোর তীক্ষ্ণ অসি;—ল'য়ে তাহা
অর্পি মোহিনীরে, কহিও বিস্তারি'—দেখি'—
যেইরূপে মৃত্যুদণ্ড করিব গ্রহণ।
যদি দেখ—সে নয়নে অশ্রুকণা ভাসে
সে সংবাদে, তবে ব'ল,—'সুধু তেজসিংহ
প্রতিহিংসানলে, পুড়িয়াছে সহোদর
তার। অন্য কিছু নাহিক কামনা!

কারা।— শুন,
এই মৃত্যুদণ্ড তব রাজবিধি বলে;
ভৃত্য মোরা—পাপ যেন স্পর্শে না মোদের!
রাজা নহে অপরাধী, নীতির রক্ষক
তিনি। দয়াময় ভগবান,—অভাজনে
কর শান্তি দান!

প্রস্থান।

ঘাতকের প্রবেশ।

ঘাতক।— ইষ্টদেবে স্থির চিত্তে
করহ স্মরণ, দূরে যাবে জগতের
মায়া আবরণ!

(কর্ণের ইঙ্গিত, ঘাতকের অস্ত্রোত্তোলন)

পরিব্রাজকের প্রবেশ।

পরি।— (ত্রস্তে ঘাতকের হস্ত ধরিয়া)
ক্ষান্ত হও ক্ষণেকের
তরে!

ঘাতক।— কে তুমি দুর্ম্মতি হেথা, রাজকার্য্যে
করহ ব্যাঘাত?

পরি।— নিশীথে গোপন হত্যা,
রাজকার্য্য নহে কদাচন!

কারারক্ষীর প্রবেশ।

কারা।— যথাবিধি
লিখিত আদেশ এই হেরহ ধীমান্!
কিন্তু তুমি যে হও সে হও, স্বেচ্ছামত
কারাগৃহে করিলে ভ্রমণ, তোমা তরে—
সমূহ বিপদ শেষে ঘটিবে মোদের।

পরি।— নাহি কোন ভয়—হের এই লিপিখানি!
রাজার স্বাক্ষর তুমি দেখেছ কখন?
(লিপি প্রদান)

কারা।— বহুবার দেখিয়াছি করাঙ্ক তাঁহার।

(লিপিপাঠ)

'আমার অধিক জ্ঞানে আদেশ ইহার,
পালিও যতনে মোর আজ্ঞাবহগণ !

মানসেন্দ্র ।'

(লিপি শিরস্পর্শ পূর্ব্বক প্রত্যর্পণ)

আজ্ঞাপ্রার্থী দেব তব এ দীন সেবক !

পরি ।— অবিলম্বে কর্ণসিংহে মুক্তিদান করি,
গোপনে রাখহ তারে, প্রয়োজন হ'লে,
যেন পাই সেই ক্ষণে । আর সেনাপতি
তেজসিংহ পাশে—বার্ত্তা দেহ, যথাকালে
রাজকীয় দণ্ডাদেশ হ'য়েছে পালিত ।

কারা ।— যথা আজ্ঞা দেব ! এস বন্দী আমা সহ ।

কর্ণ ।— কে তুমি গো বিপন্ন রক্ষক—

পরি ।— (বাধাদিয়া) নহে ইহা
চাটুতার কাল ! চর-চক্ষু তেজসিংহ
এখনি সংবাদ তরে প্রেরিবে প্রহরী ।
যাও শীঘ্র কারারক্ষী সনে ।

কর্ণ ।— হে দয়াল !
অন্তরের কৃতজ্ঞতা লহ অভাগার ।

কারারক্ষী সহ প্রস্থান

পরি ।— (ঘাতকের প্রতি)
গোপনে রাখিলে কথা, যথোচিত পাবে
পুরস্কার ; নহে জে'ন হারা'বে জীবন্ ।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

পরিব্রাজক ও মোহিনী।

মোহিনী।—বল, কি ফল লভিব দেব, মন্ত্রিসভা
মাঝে প্রকাশি' দুষ্টের নীতি ? প্রমাণ কি
আছে মোর ? অবিশ্বাস করিবে সবাই,
অধিকন্তু সাধিয়া কলঙ্ক ল'ব। থাকে
যদি ভগবান, অবশ্য পাপীর শাস্তি
দানিবেন তিনি ; জিঘাংসায় আর, কেন
মিছে বাড়া'ব জঞ্জাল। অনাথিনী আমি,
কি জানি আবার পাপিষ্ঠের রোষ-অগ্নি
জ্বালি' দগ্ধ পাছে হই তাহে।

পরি।— কেন দেবি,
হও ভীতা ? ভ্রাতৃহন্তা প্রতিশোধ ল'তে
বিমুখ হইলে, পাপের প্রশ্রয় হেতু
আংশিক এ পাপ রাশি অর্শিবে তোমায় !
প্রমাণ র'য়েছি আমি, প্রয়োজন হ'লে
মুক্তকণ্ঠে সত্যকথা করিব প্রচার।
পাপের করিতে দণ্ড আছেন ঈশ্বর,
মানি ! কিন্তু ন'ন তিনি প্রত্যক্ষ হেথায়,
সেই অপ্রত্যক্ষ শক্তিমান্ শক্তিরূপে

পশি' অহঙ্কারে, জীবদ্বারা জীবে শাস্তি
করেন প্রদান। আয়োজন প্রয়োজন
তাহে।

মোহিনী।— যা' হ'বার হইয়াছে। আসিবে না
ফিরি ভ্রাতা—তেজসিংহে শাস্তি প্রদানিলে

পরি।— যে শার্দ্দূল একবার ব'ধেছে মানব,
সক্ষম সে পুনরায় আঘাতিতে নরে;
উচিত কি নহে তারে করিতে নিপাত?
নিজ অমঙ্গল যবে গিয়াছে ঘটিয়া,
কি হবে প্রকাশি'—চিন্তা অতীব অন্যায়;
উচিত প্রকাশ তাহা পরের মঙ্গল
তরে।

মোহিনী।— ভাল, উপদেশ দেহ বিস্তারিয়া।

পরি।— যাও দেবি রাজমাতা পাশে, কহ তাঁরে—
তেজসিংহ অত্যাচার কথা সবিশেষ;
উচিত কর্ত্তব্য-পথ দেখাবেন তিনি।

মোহিনী।—উপদেশ তব যতনে পালিব। তবে
উদাস পরাণে কতক্ষণ দৃঢ়তার
র'বে সমাবেশ, বলিতে পারিনা তাহা।

পরি।— স্মরণে রাখিও সদা,—'শুধু তেজসিংহ-
প্রতিহিংসানলে, অবিচারে আত্মাহুতি
দেছে সহোদর!'

মোহিনী।— ভ্রাতার শোণিত-স্রোত,
যতদিন তার রক্তে বৃদ্ধি নাহি পায়,

ততদিন প্রতিহিংসা রবে জাগরিত।
বিদায় চরণে এবে মাগিতেছে দীনা!

পরি।— এস দেবি, পূর্ণ তব হ'ক মনস্কাম!

মোহিনীর প্রস্থান।

চাঁদের নিছনি ল'য়ে নবনীর ছাঁচে,
কমলা আদর্শ করি—বুঝি গড়িয়াছে
বিধি এই রমণী-রতন। মনে হয়,—
বাণীর বীণাতে উঠি' কাকলী-ঝঙ্কার,
মোহিতে মানবগণে—স্বররূপে যেন
পশিয়াছে অই মৃদু কণ্ঠের মাঝারে।
শুনিতে প্রণয়-গাথা, মিলা'তে হৃদয়-
সনে, ডুবিতে সংসার-নীরে, পরিতে এ
রত্নহার, লুব্ধপ্রাণ সদাই ব্যাকুল!
সাধনায় র'য়েছি বিভোর,—এস সিদ্ধি
কর্ম্ম নিপাতনে, যোগোন্মুক্ত করি' দাসে,
খুলে দিয়ে হৃদয় কপাট, মহাপ্রেম-
আনন্দ-লহরী মাঝে মাতাও দীনেরে,
সঙ্গিনী করিয়া এই অনিন্দ-স্বরূপা।

মহাবীরের প্রবেশ।

মহা।— (স্বগত) এই যে, বনের মাঝে ভূতুড়ে চাউনি চেয়ে ধন্ধ হ'য়ে রয়েছেন। একে বরাবরই উপর দৃষ্টি ছিল, তায় আবার মেয়ে মানুষের কাঁচা গন্ধ। ঠিক পিরীতে পেয়েছে তার আর সন্দেহ নাই।

পরি।— প্রতিমা চলিয়া গেছে—প্রতিচ্ছবি তার,
এখন(ও) অঙ্কিত আছে নয়ন-সম্মুখে।
সে মধুর কণ্ঠস্বর মিশিয়া পবনে,
শতস্বরে প্রতিধ্বনি রূপে, ঘুরি' ফিরি'
পশিতেছে শ্রবণে আমার। এস দেবি
মানস-মোহিনি! নিভৃতে পশিয়া এই
বিক্ষিপ্ত অন্তরে, বসিয়া দ্বিদল পদ্মে,
নিরোধিয়া চিত্তবৃত্তি একাগ্র' সমাধি'—
সহস্রারে ভৃঙ্গরূপে কর মধুপান!
অহো, মনোবেগ আর যে সহিতে নারি।

মহা।— সইতে না'রলে চ'লবে কেন? কষ্ট নইলে কি কৃষ্ণ মিলে? যদি বা মেলে তা'তেও তত রুচি থাকে না। দীর্ঘশ্বাস,—হা হুতাশ, এগুলো ত পিরীতের অধিবাস—বাঁধা অধ্যায়। সাধে কি বলি,—

(রহস্য-গীতি।)

খেলে তায় হয় না হজম, পেটের বেদন বাড়ে শুধু;
গোদের উপর বিষ ফোড়া লাভ, হুল খেতে হয় ভাঙ্গতে মধু।

পরি।— মহাবীর! অতি তীক্ষ্ণ নয়ন তোমার!
অজ্ঞাতে চোরের মত পশিয়া আমাতে,
পাতিপাতি করি হেরিয়াছ যত মোর
লুকান সম্পদ! অতীব সুহৃদ তুমি,
আক্ষেপ নাহিক তায়। ভাল, বল দেখি,

উন্মত্ত নয়ন কেমনে স্ববশে রাখি ;
সে যে ক্ষণ অদর্শনে জ্যোতিহীন হয় ?

মহা।— (স্বগত) এইবার দেখ্‌ছি ল্যাঠায় পড়্‌লুম। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, পিরীতের হেঁয়ালি আমার বড় একটা আসে না। তবে একটা কথা শুনেছিলুম যে ;—

"গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মং।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধুঃ
যো যস্য হৃদ্যো নহি তস্য দূরং॥"

এতেও যদি মন না মানে, তবে—

"সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

এই টুকু বুঝে চ'ললেই দিন কাট্‌তে পারে। এখন ব'লছিলুম কি, আর কত দিন এ ভোগ ভুগ'তে হবে ?

পরি।— অল্প মাত্র কার্য্য শেষ র'য়েছে এখন,
শীঘ্রই বিশ্রাম পাবে। কুটীরেতে চল
যাই এবে, যুক্তি শেষ করিব তথায়।

উভয়ের প্রস্থান।

—০—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর—অলিন্দ।

মন্ত্রী ও রাজমাতা।

রাজমাতা।—মন্ত্রিবর! বহুদিন গত হ'ল, জ্ঞাত

নহি কোন মানসের মঙ্গল সংবাদ।
নাহি জানি কত দিনে ফিরিবে স্বদেশে।
আহা, বাছা মোর বড়ই উদাস ; তাই
সদাই সন্দেহ, সংসার বা ত্যজি' যায়
মিশি' কোন বিরাগীর সনে। হের মন্ত্রি!
অপ্সরা বুঝি বা কোন উদয় ভূতলে!

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী।—প্রণমে চরণে মাতঃ কিঙ্করী তোমার!
রা-মাতা।— কে তুমি মা সুভাষিণী?
মোহিনী।— অনাথা রমণী,
আসিয়াছি মর্ম্মব্যথা জানা'তে চরণে!
মাগো! মহারাজ ন্যস্ত করি' রাজ্যভার
যাহাদের করে, দেশান্তরে র'য়েছেন
বসি', তারা এবে নির্ব্বিঘ্ন সুযোগ পেয়ে
অত্যাচারে মাতি', অহরহ দহিতেছে
দীন প্রজাগণে। যদি তার সুবিধান
কোনরূপ না কর জননী, পুত্রে তব
কলঙ্ক স্পর্শিবে!
রা-মাতা।— কহ, কিবা আবেদন
তব?
মোহিনী।— মাতঃ! কর্ণসিংহ নামে, ছিল ক্ষুদ্র
সেনানী তোমার, আমি সহোদরা তার।
এ রাজ্যের মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুরথের কন্যা

সরমার সহ প্রণয়ে উন্মত্ত হ'য়ে,
প্রকাশ্যে হেরিয়া বিঘ্ন মিলনে তা'দের,
উভয়েতে গৃহ ত্যজি' করে পলায়ন।
এ দিকে আবার, সেনাপতি তেজসিংহ
সমাজে সম্মান বহু লভিবার তরে,
মিথ্যা নিন্দা আরোপিয়া পূর্ব্বপত্নী ত্যজি,'
আশায় বসিয়াছিল মন্ত্রিকন্যা লাভে।
কিন্তু যখন হেরিল পাপী, গ্রাস তার
হ'য়েছে বিচ্যুত, ক্ষুব্ধ কালসর্প প্রায়
গর্জ্জি' উঠি' দংশিয়াছে সহোদরে মোর,
অবিচারে অত্যাচারে ক'রেছে নিধন।

রা-মাতা।— (মন্ত্রীর প্রতি)
সত্য কি এ কথা ?

মন্ত্রী।— অবিচারে হত্যা নয়,
ন্যায়মতে প্রাণদণ্ড হ'য়েছে তাহার !

মোহিনী।—ন্যায়মতে ! তবে কারাগারে নিশাকালে
বন্দী হত্যা কিবা প্রয়োজন ?

মন্ত্রী।— কে বলিল ?

মোহিনী।—ঘাতক ও কারারক্ষী সাক্ষী আছে তার !

রা-মাতা।— আর কোন আবেদন আছে কি তোমার ?

মোহিনী।—আছে ! মহাপাপী তেজসিংহ অপরাধী
প্রাণ্ বিনিময়ে, চেয়েছিল মহামূল্য
ধন। অন্যের সাক্ষাতে, বিশেষিয়া সব
কথা কহিতে না রব।

রা-মাতা।— বিরলে শুনিব
চল। মন্ত্রিবর! অবিলম্বে মন্ত্রিসভা
করিয়া যোটন, তেজসিংহ-অপরাধ
সত্য মিথ্যা লইয়া প্রমাণ, যোগ্যাদেশ
করহ প্রচার!

মন্ত্রী।— যথা আজ্ঞা মহাদেবি!

প্রস্থান।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

রা-মাতা।— কি সংবাদ দূত?

দূত।— মহারাজ মানসেন্দ্র;—
ত্রিপুরা সীমান্তে, দেশ ভ্রমি' এসেছেন
ফিরি'! তাই, প্রণিপাত জানা'তে চরণে
সংবাদ এনেছে দাস!

রা-মাতা।— যাক—ভাল হ'ল
এ সময়ে ফিরিয়া মানস! যাও দূত,
আশীর্ব্বাদ জানাও তাহারে; বিলম্ব না
করে যেন নগর প্রবেশে। এস বৎসে!

সকলের প্রস্থান।



তৃতীয় দৃশ্য।

পরিব্রাজকের কুটীর।

করুণা।

গীত।

নিমেষে ফুরায়ে গেল, সুখ সাধ মিটিল না।
ফুকারি কহিয়ে কথা মনোব্যথা ঘুচিল না।
বারেক শুনিয়া বাঁশী, বন পথে ছুটে আসি,
ফিরে কেন সারা নিশি শ্রবণে পশিল না।
কুমুদে চাহিয়া চাঁদ, শুধু দিল অবসাদ,
মেঘে ঢাকা শত সাধ ফুটিয়া ফুটিল না।

মহাবীরের প্রবেশ।

গীত।

প্রেম-কুঞ্জ সখি নেহি ছুনিয়া!
মিটত নেহি ইহা কোহি পিয়াসা!
চন্দ্র উজর রাতি সব নেহি মিলত
বোলত নেহি সবে কোয়েলিয়া।
গাৱত দর্দ্দুরা দমকত দামিনী
বহুত হৈ রাতি আঁধেরিয়া।

মহা।— হাঁ গা ঠাকুরুণ! ছুনিয়ায় কি শুধু পিরীত ক'রতেই এসেছ? না কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লেই একটা বায়েল ধরা চাই।

করুণা।— তোমার কেবল ঠাট্টা! ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কি সাথী নেই?

মহা।— কেন বল দেখি ?

করুণা।— থাক্‌লে তার সঙ্গে আলাপ ক'রতুম।

মহা।— না থাক্‌লে ?

করুণা।— চেষ্টা ক'রে একটা মিলিয়ে দিতুম।

মহা।— তামাসা ক'রছ ?

করুণা।— না, সত্যি সত্যিই।

মহা।— দেখ ভাই, আমার বরাবর সখ আছে যে পিরীত করি, কিন্তু লোক পাই না।

করুণা।— লোকের অভাব কি ? তবে,—
ধারা নাহি পড়ে যদি চাতকের মুখে,
মেঘের কি অপরাধ তায় ?

মহা।— ওগো, তা নয়—তা নয়!—

গীত।

আমার মনের মতন রতন বিনা প্রাণ র'য়েছে ধামা চাপা।
ও তার চার দিকে বাঁধ বিষম রকম ভিতরেতে শুধু ফাঁপা।
যদি পেতাম একটা ফুটো, খুলে দিতাম রসের মুঠো,
হাঁপ ছেড়ে সুখ গড়িয়ে দিতাম, হ'তাম রে তার প্রেমের ক্ষেপা

করুণা।— বটে! তবে আমি চেষ্টা দেখি ?

মহা।— তা' দেখ, আমিও তোমার কিছু মঙ্গলের আয়োজন করি।

করুণা।— চির অমঙ্গল সঙ্গিনী যাহার,
মঙ্গল কি হবে তার ?

মহা।— কিছু কিছু হবে বই কি। ধূম দেখ্‌লেই আগুন বুঝা যায়।

করুণা।— কি বল না ?

মহা।— মহারাজ দেশে ফির্‌ছেন, তা'তে তেজসিংহের কিছু হাত খাট হবে, এই হ'ল রাম। মোহিনী ঠাক্‌রুণ তার কীর্ত্তি জাহির ক'র্‌তে দরবারে হাজির হ'য়েছেন, তা'তে বাছাধনকে কিছু নাস্তা নাবুদ হ'তে হবে। চাই কি কর্ণসিংহের পথও দেখ্‌তে পারেন, এই গেল দুই। আর যদি বা কোন উপায়ে বাঁচ্‌ত, তা' করুণা ঠাক্‌রুণের উপর অত্যাচার ক'রেছে ব'লে, এই শ্রীমান তারে হিঁচ্‌ড়ে এনে মুস্‌ড়ে ছেড়ে দেবে।

করুণা।— হাঁ, উপযুক্ত
মঙ্গল বাসনা জাগিয়াছে হৃদে তব।
জান না কি পতি মাত্র গতি অবলার!
হ'ক পতি দুরাচার অথবা বাতুল,
হীন, ক্লিষ্ট, রোগাতুর, কুরূপ, অধম—
শ্রেষ্ঠ সেই চিরদিন পত্নীর নয়নে।
সতী কভু পারে না'ক প্রতিবিধিৎসিতে
কিম্বা ঘৃণায় ত্যজিতে, ইহ-পরলোক-
গতি পতি আপনার। ছি—; ভাই হ'য়ে,
ভগ্নীরে কাঁদায়ে বল কি ফল লভিবে ?
ক'রে থাকে যদি কিছু অনিষ্ট সাধন,
মোর মুখ চাহি তুমি ক্ষমা কর তারে!

মহা।— বস্‌, "যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর", তবে এই খতম! কিন্তু মোহিনী ঠাক্‌রুণ ত ছাড়বে না।

করুণা।— যাব আমি মোহিনীর পাশে, পায়ে ধরি
সাধিব তাহায়, ক্ষমা দিতে প্রাণেশ্বরে !
জান কি কোথায় সেই র'য়েছে এখন ?

মহা।— বোধ হয় ঘরেই আছে। তুমি একা গেলে গোঁ ছাড়বে কি না সন্দেহ। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সঙ্গে নাও, তা'তে কাজ হ'তে পারে।

করুণা।— পিতা ?—কোথা তিনি ?

মহা।— দেখগে কোন্ গাছ তলায় ব'সে ঝিমুচ্ছেন। ঐ দিক্‌টা পানে ত দেখে'ছলুম।

করুণার প্রস্থান।

বলিহারী দুনিয়াদারি !
যা'রে মার্‌বে আপ্‌শোষে,
সে ফির্‌বে তোমার আশে।
উপকার ক'র্‌বে যার,
কৃতঘ্নতা দেখ্‌বে তার !

গীত।

মন তোমার কি ভ্রম গেল না !
আপন ব'লে যা'দের জান তা'রাই তোমায় দিচ্ছে হানা।
দেহের মধ্যে প্রধান শত্রু, অবিদ্যার ছয়টী ছানা,
ও তারা মুঠোর চেয়ে মুষল বড়, শুধু হাতে বেড় চলে না।
গিন্নী ছেলে ভাই ভগিনী যেন পেঁকো পুকুরের পানা,
সদাই শরীর খিজিয়ে মারে তাপে তাদের ভাত রোচে না।
জ্ঞাতি-শত্রু সবার বাড়া, কুটুম ধরেন সাপের ফণা,
বুক দমে যায় দেখ্‌লে তা'দের ভেবে ভেবে রাত কাটে না।

তাই বলি তোর বিফল প্রয়াস, টান্‌লে আপন কেউ হবে না,
ওরে আপন যা'রা আছে তা'রা গুরু খুঁজে ঠিক মিলা না।

প্রস্থান।

—০—

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্ত্রীর অন্তঃপুর।

সরমা।

গীত।

সে আমারে ঘুম ঘোরে দিয়েছিল দরশন।
মধুর স্বপনে শুধু হেরিয়াছি সে বদন।
প্রীতি প্রেম ভরা হৃদি, সে বুঝি অতুল নিধি,
আমি যে গো অযতনে হারিয়েছি সে রতন।

সরমা।— কেন বিধি, দিয়ে নিধি লইলে হরিয়ে!
আহা! সে যে পূর্ণচন্দ্র উঠেছিল হেসে,
ভুজঙ্গী কারণে অকালে গ্রাসিল রাহু।
কে জানিত হায়, ফুলশয্যা হবে মোর
শ্মশানে যাপন। গেছ নাথ পুণ্যলোকে,
শোক না করিব তায়; হৃদয়ের ধন
তুমি, হৃদয়ে র'য়েছ সদা! ধ্যানে ধরি'
তব মূর্ত্তি—কল্পনায় রচিয়া সংসার,
র'ব মত্ত সুকুমারী বালিকার মত।
দ্বিচারিণী নহি নাথ! জীবনে মরণে
তুমি প্রাণেশ আমার।

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনি! এসেছ
বোন? অনাথিনী কোন্ মুখে চা'বে ক্ষমা
গোচরে তোমার? নাগিনী যে দংশিয়াছে
আশ্রয় তরুরে তব!

মোহিনী।— কেন খেদ বালা!
নিয়তি কে করিবে খণ্ডন? (স্বগত)
বিভূষণা—
শোকেতে মলিনা; সত্য তবে উভয়ের
প্রাণের মিলন! নহে কভু ঘটিত কি
হেন দশা? (প্রকাশ্যে)
কা'র তরে আঁখি ঝরে, কেন
এ মলিন বেশ? ধনীর কুমারী তুমি!
শুনি, বিবাহের আয়োজন হইতেছে
তব। মন্ত্রিকন্যা—সেনাপতি গলে দিবে
বরমালা; ভাগ্যবতী কেবা তোমা সমা?
আনন্দে ভাসিছে পুরী যাহার কারণ,
সে কেন বিরলে বসি বিষাদ-কাতরা?

সরমা।— এক ফুলে দুই ফল ফলে কি কখন?
সম্ভব কর কি দেবি! সহোদর তব,
স্বৈরিণীর গলদেশে দেছে বরমালা?
কর্ণসিংহ প্রাণপতি, দুষ্টের চক্রান্তে
অভাগীরে যদিও গিয়াছে ছাড়ি, তবু
র'য়েছি আশায়;—ছাদনের খেলা শেষে,

অনন্ত—অনন্তকাল র'ব তাঁর সনে।
কার সাধ্য ইথে বাদ সাধিবে আমার ?

মোহিনী।—বৃথা কেন এ প্রয়াস বালা ? পিতামাতা
বন্ধুগণ সকলের অভিপ্রেত পথে,
বাধ্য হ'য়ে চলিতে হইবে তোমা! শুধু,
প্রতিবাদ করি' হতমান হবে পুনঃ।

সরমা।— পতির মস্তক যার, ঘাতকের খড়্গ
চুমি' লুটিয়াছে ধরা, মান অপমান
কোথায় তাহার ? শিলায় প্রকাশি' বল
ফিরাতে তাহায়, শক্তি নাহি ধরে কেহ।
চূর্ণ হ'তে পারে শিলা, খেদ কিবা তায় ?
মৃত্যু ত পরমারাধ্য জীবনে আমার।
একমাত্র শেষ বাঞ্ছা, নাথের স্নেহের
ধন ধরিয়া বুকেতে, হেরি ও বদনে
তার প্রতিছায়া খানি, জুড়াব সকল
জ্বালা। নহে শুষ্ক তরু কি কাজ রহিয়া ?—
উপাড়িলে তায় আবর্জ্জনা হবে দূর।

মোহিনী।—এস সখি! ভ্রাতৃশোক ভুলি তব স্নেহে!

(উভয়ের আলিঙ্গন)

উভয়ে গীত।

প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে রহিব বিভোরা সখি!
যাপিব বিরলে সদা নয়নে নয়ন রাখি।
ভুলিব সকল জ্বালা, করিব না ফিরে খেলা,
ধীরে বেলা ডুবে যাবে জুড়া'ব আঁধারে থাকি।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজ-সভা।

মন্ত্রী, তেজসিংহ, সচিবগণ, মোহিনী, করুণা, মহাবীর, চারণগণ, প্রতিহারিগণ ইত্যাদি।

১ম সচিব।—(মন্ত্রীর প্রতি)
পূর্ণ অবিশ্বাস হইতেছে মম। আছে
কি প্রমাণ কোন, যাহে সমর্থিতে পারে,
সেনাপতি হরিয়াছে সতীত্ব ইহার,
ভ্রাতার জীবন দান কবিবার ছলে?

মন্ত্রী।— আছে!

২য় সচিব।— কে সে?

মন্ত্রী।— শুনিয়াছি সন্ন্যাসী জনে'ক।

৩য় সচিব।—(করুণাকে দেখাইয়া)
একি বলে?

মন্ত্রী।— (করুণার প্রতি) বল, কিবা আবেদন তব?

করুণা।— মিথ্যা অভিযোগ! সেনাপতি স্বামী মোর,
উক্ত দিনে আমা সহ হ'য়েছে মিলন;—
যায়নি মোহিনী কভু। তার(ও) সাক্ষী আছে
সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর।

সচিবগণ।— অদ্ভুত ঘটনা!

তেজ।— (স্বগত) হ'ল ভাল উভয়ের বিবাদ ঘটিয়া,

নিষ্কলঙ্কে মুক্তি লাভ করিব নিশ্চিত।
করুণা কি ভাবিয়াছে,—করি' এই তুচ্ছ
উপকার, পুনঃ মিলিবে আমার সনে ?
পঙ্গুতে লঙ্ঘিতে চায় পর্ব্বত-প্রাকার,
জীব-ধর্ম্ম উহা। আপাততঃ হতাশ্বাস
করিব না ওরে, কণ্টকে কণ্টক তুলি।
(প্রকাশ্যে) মহোদয়গণ! এই দুষ্টা রমণীরে
জানি ভাল মতে, চেয়েছিল পাপ-পঙ্কে
ডুবায়ে আমায়, রক্ষিবারে কর্ণসিংহে।
দয়াময় ঈশ্বরের অপার করুণা
বলে, মহাপ্রলোভনে পেয়েছি নিস্তার।
আর দ্বিতীয়ার কথা অক্ষম বলিতে
আমি, ক্ষমা চাই সে হেতু সবার কাছে!
উভয়ের আবেদন ভিন্নপথগামী,
নির্দ্দোষিতা প্রকাশিছে মোর! তবে এক
সন্দ উঠে মনে, যেন চক্রী কেহ আছে
এর মাঝে। কহিল যে সন্ন্যাসীর কথা,
বিশেষ সম্ভব সেই।

৩য় সচিব।— কেবা সেই জন ?

মোহিনী।—পরিচয় জানিনা তাহার, জানি মাত্র
সন্ন্যাসী সে।

করুণা।— পরিচয় আমার(ও) অজ্ঞাত!

তেজ।— অনুমতি হ'লে—শীঘ্র করিয়া সন্ধান,
আনিবারে পারি সে দুষ্টেরে।

২য় সচিব।— ঘটনার
প্রধান প্রমাণ সেইজন, মীমাংসায়
প্রয়োজন তার।

তেজ।— মহাবীর! চেন কি সে
সন্ন্যাসীরে?

মহা।— চিনি!

তেজ।— কোথায় আবাস তার?

মহা।— নগরপ্রান্তেতে ক্ষুদ্র কুটীর রচিয়া,
কিছুদিন হ'ল আসি রহিয়াছে হেথা।

তেজ।— যাও তবে প্রহরী লইয়া, অবিলম্বে
আন তারে! যত অঘটন-মূল সেই;
বিচারে প্রমাণ হ'লে, উপযুক্ত শাস্তি-
দান করিব পামরে।

মহা।— আড়ম্বর নাহি
প্রয়োজন, উপস্থিত আছে সে এখানে।

৩য় সচিব।—ল'য়ে এস তারে!

মহাবীরের প্রস্থান।

১ম সচিব।— অন্য প্রমাণের আর
প্রয়োজন কিবা? নিশ্চিত এ কূটচক্র
রচিত তাহার।

পরিব্রাজকের প্রবেশ।

করুণা ও মোহিনী।— এই সেই মহাজন!

২য় সচিব।—ইনি!

মন্ত্রী।— (স্বগত)কে এ? যেন মেঘেতে লুকা'য়ে আছে
প্রদীপ্ত তপন ; পরিচিত বোধ হয়—
তবু বুঝিতে না পারি।

৩য় সচিব।— কোথায় নিবাস,
কোন কার্য্যে এ প্রদেশে আসিয়াছ তুমি,
আছ কোথা—সবিশেষ কহ বিবরিয়া ?

পরি।— জীব-সৃষ্টি নীতি বলে উদ্ভূত হইয়া—
অনন্ত কালের স্রোতে ভাসিতেছি সদা ;
আসিয়াছি কর্ম্ম সাধিবারে! পরিচয়ে
কিবা প্রয়োজন? কার্য্য কিছু থাকে যদি,
প্রশ্ন কর,—সদুত্তর দানিব তাহার!

১ম সচিব।—অগ্রে দেহ পরিচয়, নহে রাজদণ্ড
পাইবে নিশ্চিত!

পরি।— কিবা অপরাধ মোর?

১ম সচিব।—নিষ্কলঙ্ক দেবোপম সেনাপতি 'পরে
মিথ্যা অপবাদ দানে প্রয়াস পাইয়া,
রাজকার্য্যে বহু বিঘ্ন সাধিয়াছ তুমি!

পরি।— আছে কি বিবাদী কোন জন, যেবা মোর
প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে, অবতীর্ণ হবে এই
বিচার সভায়?

২য় সচিব।— নিজে সেনাপতি তব
হ'য়েছেন বাদী!

পরি।— তবে ত অকাট্য বটে!
কহ সেনাপতি কিবা অভিযোগ তব?

তেজ।— বলিতেছে এ দুই ললনা, অপরাধে
সাক্ষী তুমি র'য়েছ আমার। কি দেখেছ
কহ বিবরণ ?

পরি।— দেখিয়াছি অভিসার-
নায়ক তোমায়! কেন, ভুলে গেছ নাকি ?

তেজ।— আমারে দেখেছ!—কা'র সনে ?

পরি।— করুণার
সহ!

তেজ।— মিথ্যা কথা! মোহিনি! প্রমাণ তব
গিয়াছে মিটিয়া, অপরাধী নহি আমি,
তব সাক্ষী-মুখে তাহা হ'য়েছে প্রকাশ।
করুণা বনিতা মোর, তার সনে মিলে
থাকি যদি, অপরাধ নাহি তাহে!

মন্ত্রী।— তবে,
কিরূপে লভিতে চাও কন্যারে আমার ?
করুণায় পরিত্যাগ ছল মাত্র তব!

তেজ।— শুধু বিচার-বিতর্ক তরে, বলিয়াছি—
যদি হয়!—কিন্তু বাস্তবে সকলি মিথ্যা!

১ম সচিব।—আমার(ও) বিশ্বাস, চক্রান্ত মূলক কথা!

৩য় সচিব।—এই সন্ন্যাসী(ই) চক্রান্ত মূলাধার। এরে
উপযুক্ত শাস্তি দিতে, ক্ষমতা দিলাম
তব করে! (সচিবগণের প্রতি)
আপনারা সম্মত ইহায় ?

১ম সচিব।—হাঁ—নিশ্চয়!

২য় সচিব।— কর্ত্তব্য কি ভাবিতে উচিত !

পরি।— করুণায় মোহিনী জানিয়া, মিলেছিলে—
সত্য উহা ! অস্বীকার করি'ছ কেমনে ?

তেজ।— সাবধান মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ! হেন
পাপ ইচ্ছা—স্বপনেও কোন দিন মোর
উঠেনি হৃদয়ে ! মরিতে কামনা কেন ?

পরি।— রে বর্ব্বর ! চন্দ্র সূর্য্য র'য়েছে এখন,
এখন(ও) ধর্ম্মের জ্যোতি আছে পৃথিবীতে,
এখন(ও) সন্তানে স্তন্য দানেন জননী,
সতীত্ব গৌরব ধরে রমণী-মণ্ডল !
মিথ্যা বলি', নরকের পথে কেন হও
অগ্রসর ?

তেজ।— আরে মূঢ় ! অনুচিত বাক্য
কহ সমক্ষে আমার, প্রাণে নাহি কর
ডর ! কে আছরে ?—ল'য়ে যাও দুর্ম্মতিরে ;
শত কষাঘাতে জর্জ্জরিত করি অঙ্গ,
মুড়াইয়া জটাভার সহ শ্মশ্রু-রাশি ;
দূর করি দাও শীঘ্র নগর হইতে !
মিথ্যার উচিত শিক্ষা লভুক পামর।

প্রতিহারিগণের অগ্রসর হওন, অসি ও রাজমুকুট সহ মহাবীরের প্রবেশ।

মহা।— সাবধান প্রতিহারিগণ,—নির্ব্বুদ্ধিতা-
বশে যেন অগ্নিস্পর্শে হ'ওনা উদ্যত !

(পরিব্রাজকের ছদ্মবেশ ত্যাগ, মহাবীরের অসি ও মুকুট প্রদান,
পরে অভিবাদন করিয়া)

জয় জয় মানসেন্দ্র ত্রিপুরা-ঈশ্বর,
দুষ্টের দমনকারী শিষ্টের পালক!

সকলে।— জয় জয় মহারাজ ধরণী-পালক,
শত্রু ত্রাস দীন-আশ বিপন্ন-রক্ষক!

তেজ।— (কম্পিত কলেবরে স্বগত)
বিজলী বিকাশ সনে বজ্রের ঝঙ্কার!
না না, বুঝি স্বপ্ন-ঘোরে আছি অচেতন।
ওই—ওই ঘাতকের সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ,
এখন(ও) রঞ্জিত আছে কর্ণের শোণিতে।
শার্দ্দূল দশনে হস্ত ক'রেছি প্রদান,
কেমনে নিস্তার পাব?
(মানসের সিংহাসনে উপবেশন)

মানস।— কহ সেনাপতি
এবে! সত্য কিনা মোহিনীর অভিযোগ?

মহাবীরের প্রস্থান।

তেজ।— মহারাজ! লজ্জা নাহি দেহ দাসে আর;
পরমাত্মা সম সব হইয়াছ জ্ঞাত!

মানস।— হে সচিবগণ! রাজশক্তি লভি' দুষ্ট,
বিচারের ছলে সাধিয়াছে প্রতিহিংসা!
ডুবা'তে কলঙ্ক-নীরে সতী রমণীরে,
পেয়েছিল নরাধম বহুল প্রয়াস!

মিথ্যার প্রয়োগে দোষ করিতে স্খালন,
এই পূর্ব্বক্ষণে পুনঃ ক'রেছে যতন!
তবে দয়াময় ভগবান, ভাগ্যক্রমে
মোর রাখিয়াছে ন্যায়ের সম্মান। কহ
তেজসিংহ! প্রতিবাদ আছে কি তোমার?

তেজ।— ভস্মভেদী অগ্নি যবে হ'য়েছে প্রকাশ,
লুকা'তে তাহারে কেমনে সক্ষম হব?
সত্য সব; তবে তব কৃপাবলে প্রভো,—
পাপ হ'তে পেয়েছি নিস্তার! মোহিনীর
পরিবর্ত্তে এসেছিল করুণা আমার।

মানস।— জানিতে কি তাহা তুমি?

তেজ।— না; কিন্তু জ্ঞানে কি
অজ্ঞানে যা' হ'ক, স্পর্শে নাই পাপ মোরে!

মানস।— কর্ণসিংহে হত্যাফল কেমনে এড়াবে?

তেজ।— দেশাচার মত বিধি ক'রেছি পালন,
অপরাধ কিবা তাহে?

মানস।— বটে! উৎকোচের
সাধ তবে ক'রেছিলে কেন? রাজকার্য্যে
ক'রেছ ছলনা, দেশাচার আর রাজ-
বিধি মতে শুধু তারি তরে প্রাণদণ্ড
ঘটিবে তোমার!

তেজ।— (সকাতরে) সত্য অপরাধী আমি,
আচরিছি বহু পাপ! কিন্তু হে দয়াল!—
দয়ায় করহ প্রাণ দান!

মানস।— (সহাস্যে) যোগ্য জনে
দয়া দান দেশের বিধান! বিশেষতঃ
দয়ার প্রশ্রয় পেয়ে, বাড়িয়াছে রাজ্যে
মোর বহু অনাচার! আর না ক্ষমিব
কা'রে। প্রতিহারিগণ! ল'য়ে যাও বন্দী
করি, কল্য প্রাতে কর্ণসিংহ-রক্তস্রোত
করিও বৰ্দ্ধন!

করুণা।— চাহ, করুণা নয়নে
প্রভো! তনয়া যাচি'ছে স্নেহ! বহু আশা
দেছ মোরে, আশা দিয়ে ক'রনা নিরাশ;
কন্যার বৈধব্য নাহি করিও সাধন!
বহুদিন করিয়াছ কৃপা; ভিক্ষা দাও
দয়াময় স্বামীরে আমার! নাহি চাহি
ধন জন রাজকার্য্য ভার, শুধু প্রাণ
মাত্র দেহ অনাথায়!

মানস।— আশ্চর্য্য করুণে!
সুসার কি হবে বল রক্ষিয়া পামরে?
ত্যজিলে ইহায়, আততায়ী না ভাবিয়া
উপকার এই, পুনরায় পদাঘাতে
পীড়িবে তোমায়। ত্যজ এই আকিঞ্চন,
নিরাশ্রয়া না হইবে তুমি; রহি' মাতা
রাজপুরে, ইচ্ছামত ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর
আচরণ; যাহে পরলোকে ইষ্টলাভ
ঘটিবে তোমার।

করুণা।— হে প্রজেশ! পতি ধর্ম্ম,
পতি কর্ম্ম, পতি সর্ব্বগতি অবলার;
হেন পতি-প্রাণ রক্ষা বিনা, কোন ধর্ম্ম
নাহিক আমার! নাহি রাখি স্বামী-সনে
মিলন বাসনা, উপকার প্রতিদান
তার কাছে না চাহিব কভু, সত্য কহি—
সে যদি আমারে হেরি' ক্লেশ পায় মনে,
কভু না রহিব তার নয়ন-সম্মুখে!
শুধু ইষ্ট-মূর্ত্তি প্রভো রাখিতে জাগ্রত,
দয়ার প্রশ্রয় তব মাগিতেছে দীনা!

মানস।— (স্বগত) অতি উচ্চ আত্মত্যাগে সক্ষমা রমণী!
(প্রকাশ্যে) মা করুণে! কন্যা বলি' সম্বোধি'ছি তোমা,
তাই, তোমা তরে রাজকীয় অপরাধ
করিনু মার্জ্জন! কিন্তু মাভঃ, নাহি শক্তি
অন্য অপরাধ হ'তে করিতে নিস্তার!

করুণা।— মহারাজ! তোমা হ'তে কেবা শক্তিমান?

মানস।— নহি অধিকারী আমি! প্রতিবিধানিতে
অপরাধ, অভিযোগ ক'রেছে মোহিনী;
সে কেন ক্ষমিবে বল স্বামীরে তোমার?
যার বিধিমতে সর্ব্বনাশ করিয়াছে
পাপী!

করুণা।— লো মোহিনি! ক'রেছিলে আশীর্ব্বাদ,
মিলন মোদের চিরদিন স্থির র'বে,
স্বার্থকতা তার আজি কর সম্পাদন।

মোহিনী।—হে রাজন্! প্রার্থী নহি আমি, প্রতিহিংসা
করিতে সাধন! ফিরিবেনা ভ্রাতা তাহে,
কৃপায় প্রার্থনা পূর্ণ কর করুণার!

মানস।— শেষ কথা তার আছে কি স্মরণে তব?

মোহিনী।—আছে মনে! কিন্তু মৃত্যু নহে প্রতিশোধ;
মৃত্যু ত নিয়তি মাত্র অবশ্য ঘটিবে!
তবে অকালেতে?—খেদ কিবা বল তায়?—
মুহূর্ত্তে ফুরায়ে যায় ক্ষোভের কারণ!
গুরু দণ্ড—বেঁচে থেকে অনুতাপ ভোগ।
সেই হেতু প্রার্থী আমি জীবন উহার!
বিশেষতঃ আছি ঋণী করুণার পাশে,
প্রাণদানে ঋণমুক্ত করুন আমায়!

মানস।— তেজসিংহ! এই দ্বিচারিণী পত্নী হ'তে
রাখিতে জীবন, কর কি কামনা তুমি?

তেজ।— সতী-লক্ষ্মী করুণা আমার! শুধু হীন-
স্বার্থ অন্বেষণে, পাপ-মুখে ক'রেছিনু
কলঙ্ক প্রচার; সম্পূর্ণ অলীক যাহা
কল্পনা-রচিত মোর। মহারাজ! আজি
মহাভ্রম ঘুচেছে দাসের, বুঝিয়াছি—
সত্য হ'তে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি ধরাতলে!
পাপ-প্রতারণা—যতই তমসা-জালে
থাকুক আবৃত, অবশ্যই একদিন
ধর্ম্ম-সূর্য্য কুহেলিকা করিবে বিনাশ।

মানস।— করুণার দাস রূপে বঞ্চিতে চাহিলে,

বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ ঘটিবে তোমার!

তেজ।— করুণা—করুণা! মরুভূমে মন্দাকিনী
মহিয়সী মহিলা আমার, এস হৃদি-
সিংহাসনে সাদরে স্থাপিব তোমা!

করুণা।— দাসী
শুধু চরণের অভিলাষী!

মানস।— তেজসিংহ!—
বহুভাগ্যে হেন পত্নী মিলেছে ললাটে!
যাও মুক্ত তুমি!—কিন্তু রেখ মনে,—এই
সতী-লক্ষ্মী তৃপ্ত শান্ত রহিলে গৃহেতে,
সর্ব্ব অমঙ্গল হ'তে পাইবে নিস্তার!
জ্ঞানময়ী স্বধর্ম্ম-নিরতা, পত্নী যার
রহিবে সহায়, শোক তাপ স্পর্শিবেনা
তা'রে কভু! কিন্তু এক ফোটা অশ্রু যদি
ঝরে কভু সতীর নয়নে, মহালক্ষ্মী
চঞ্চলা হইয়া ধ্বংস করে সব(ই) তার!

তেজ।— দাস পদে মাগে আশীর্ব্বাদ, উপদেশে
যেন স্থির রহে মন।

মানস।— মোহিনী সুন্দরি!-
ব'লেছিলে তুমি,—ভ্রাতৃপ্রাণ বিনিময়ে—
ধর্ম্মপত্নী রূপে কেহ করিলে গ্রহণ,
আত্মদান করিবারে পার! সত্য কি সে
কথা?

মোহিনী।— " মহারাজ! বাল্যাবধি সেই ভাই

মাত্র ছিল সহায় আমার। তার তরে
ধর্ম্মপথে রহি'—নাহি ছিল কোন কার্য্যে
আপত্তি কখন!

মানস।— তবে প্রতিজ্ঞা পূরণ
কর! কারারক্ষী!—

(কর্ণসিংহ সহ কারারক্ষীর প্রবেশ।)

হের ভ্রাতারে তোমার!
বহু কষ্টে রক্ষা ওরে করিয়াছি আমি;
পুরস্কার দেহ বালা!—

সকলে।— সে কি!—

মোহিনী।— (জানু পাতিয়া মৌনে পুলকাবেগে অবস্থান।)

মানস।— কর্ণসিংহ!
উপকার-প্রতিদান করিয়া আমা',
কৃতজ্ঞতা হ'তে মুক্ত হও!

কর্ণ।— (নতজানু হইয়া) হে দয়াল!
অত উচ্চে পঙ্গু আমি কেমনে উঠিব?
কৃপা করি' তুলি' লও অধমে চরণে!

রাজ-পুরোহিত সহ মহাবীরের প্রবেশ।

তেজ।— (স্বগত) আশ্চর্য্য এ সমাবেশ বটে!

পুরো।— ধর বৎস,
নির্ম্মাল্য-স্বরূপা এই লতিকায় গলে!
হউক মঙ্গলপূর্ণ সুখের মিলন।

(মোহিনীকে মানসের হস্তে প্রদান, মহাবীরের শঙ্খধ্বনি,
উভয়ের প্রণাম।)

মহা।— বস্, বস্!—

সকলে।— জয় জয় সত্য সনাতন!

পূর্ণ প্রীতি প্রবাহিত হউক ধরায়!

(সকলের অভিবাদন।)

চারণগণ।— **গীত।**

(আজি) পুণ্য-প্রবাহ পূর্ণ করুক শূন্য-সরসী-তৃষিত-দেশ ;

নিখিল-পুলক মগ্ন হউক, নীহার-মলিন করুক শেষ।

ভাতুক জ্যোতি মগ্ন নয়নে, মঙ্গল-গীতি গগনে ভবনে

উঠুক রঞ্জি', অমিয় ভুঞ্জি' নবীন-শক্তি পরুক বেশ।

মানস।— কর্ণসিংহ! অপরাধী র'য়েছ এখন!

প্রাণদান করিয়াছি বলি' মুক্তিলাভ

কর নাই। পূর্ব্ব অপরাধে শাস্তি নাহি

দিলে তোমা, রাজধর্ম্মে হইব পতিত।

কর্ণ।— মোহিনি! এ শেষ বার অনুরোধ কর

মহারাজে!

মোহিনী।— নহি আর সক্ষমা তাহার,

হ'লে হ'ত পূর্ব্ব ক্ষণে! এবে পত্নী হ'য়ে,

অসঙ্গত অনুরোধ কেমনে করিব?

সকলে।— জয় জয় মহারাণী ত্রিপুরা-ঈশ্বরী ;

ন্যায়-নিষ্ঠা মাতৃতুল্যা প্রকৃতিপুঞ্জের!

সরমার প্রবেশ।

সরমা।— মহারাজ! কর্ণসিংহ নহে অপরাধী ;

ধর্ম্মপত্নী আমি তাঁর! পিতার অমতে

পাণিদান করিয়াছি, শুধু এই মাত্র
অপরাধ ; নহে রাজ কিম্বা সামাজিক,
পরিবার গত উহা !

মন্ত্রী।— (সরমার হস্ত ধরিয়া) কর্ণসিংহ ! অতি
ফুল্লমনে সমর্থন করিলাম গুপ্ত
পরিণয় ! লহ এই নন্দিনী আমার !
আশীর্ব্বাদ করি—উভয়েতে ধর্ম্মপথে
রহি', হরষে কাটাও কাল !

(কর্ণের হস্তে সরমাকে প্রদান, উভয়ের প্রণাম।)

মহারাজ !
জামাতায় মুক্তি দান করুন আমার ;
আনন্দের দিনে, সকলে কৃতার্থ হ'ক !

মানস।— মিলন সফল হ'ক তোমা দোঁহাকার !

মহা।— হাঁ হাঁ—হুজুর ! একটা রেখে—একটা রেখে ! সাথের সাথী আমি একটা গরীব বেচারা এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

মানস।— মহাবীর ! তেজসিংহ হ'ল পদচ্যুত,
আজি হ'তে সেনাপতি তুমি এ রাজ্যের !

মহা।—(অভিবাদনানন্তর) গীত।

নদীর জল চ'ল্‌ছে দেখ (ছল্ ছলাছল্)
ঐ টুকু ওর মজুম্‌দারী।
কাল যে দিকে প'ড়্‌ল চড়া, (আগত খারিজ)
আজ সে দিকে ভাঙ্গ্‌ছে পাড়ি।

ভবের খেলা এইত মজা, (সম্‌ঝে চল)
কাল ডোবা আজ হ'চ্ছে বাড়ী।
(নূতন পুরা'ন নয় কো কিছু)
গাড়ীর 'পর নৌকা যেমন,
নৌকার উপর চড়ে গাড়ী।

রাজমাতার প্রবেশ।

রাজমাতা।—ধর বৎস, জননীর স্নেহ-আশীর্ব্বাদ !
(নির্ম্মাল্য প্রদান, উভয়ের প্রণাম।)
নির্ম্মদ-করীর মত সংসার-সংগ্রামে,
স্থির রহ দোঁহে সদা। স্মরণে রাখিও,—
পত্নীরূপা জীব-আত্মা, মিশি' পতিরূপ
পরমাত্মা সনে, পূর্ণতায় সমাধির
তরে হয় অগ্রসর ! বিবাহ লৌকিক
নহে,—ইহ-পারত্রিক মঙ্গল-নিদান।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।— গীত।

নব অনুরাগে,—
লুটি' ফুলবন, ফিরে সমীরণ
প্রেমিক প্রেমিকা পাশে ;
কুঞ্জ-ভবনে গুঞ্জরে মুহু
পিক-ভ্রমরা কুহু কুহু কুহু
মদির পরশে হুঁহু হুঁহু হুঁহু
চলি'ছে মিলন আশে।

আকুল পরাণে লুকা'য়ে চায়,
সরমে মরম উথলে তায়,
দরশ-পিয়াসা-অবশ-লালসা
যুগল নয়নে ভাসে।
সোহাগে সরলা রাখিলে পাশে,
এ ছবি মিলিবে সবার(ই) বাসে,
ভুলি' আপনায় কর বিনিময়
প্রাণ-প্রতিমা পাশে।

